স্তব্ধ বসন্ত

সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়

চরিত্রঃ

- সুদীপ্ত – গ্রীন আর্থ ইকো ক্লাবের সেক্রেটারী
- রাতুল -- গ্রীন আর্থ ইকো ক্লাবের সদস্য
- সৌমী – গ্রীন আর্থ ইকো ক্লাবের সদস্যা
- বিদিশা – সৌমীর আশ্রিতা
- হরিসাধন – ফার্মহাউসের মালিক
- বিনয় -- হরিসাধন বাবুর ছেলে
- পরেশ – হরিসাধন বাবুর ডানহাত
- পুলক -- প্রকৃতি সুরক্ষা সংসদের সদস্য
- ইরাবতী -- প্রকৃতি সুরক্ষা সংসদের সদস্যা
- রঘু বেহেরা -- বার্ড-ওয়াচিং গাইড
- দেবরাজ – গোল্ডমাইন গ্রুপের সি.এম.ও.
- বৈদেহী – দেবরাজের পি.এ.

দৃশ্যঃ ১

ফার্মহাউস। বৃহস্পতিবারের বিকেল।
প্রারম্ভিক আবহ সঙ্গীতের শেষ অংশে অজস্র পাখির কূজন। তার মধ্যেই ধীরে ধীরে পর্দা খুলে যায়। মঞ্চের আপস্টেজ জুড়ে শেষ বিকেলের সোনালী আলো। সেই আলোর সামনে একটা রস্ট্রাম। তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে সুদীপ্ত। রস্ট্রামের ঠিক নীচে দাঁড়িয়ে আছে সৌমী আর রাতুল। তাদের শরীরগুলো আলোর পটভূমিকায় সিল্যুয়েট-র মত দেখাচ্ছে। ডাউন স্টেজের এক দিকের কোণায় হালকা আলোয় দেখা যায়, আপনমনে ছবি আঁকছে বিদিশা নামের আর এক কিশোরী। রস্ট্রামে দাঁড়ানো সুদীপ্ত আপনমনে আবৃত্তি করছে।

সুদীপ্ত শেষবিকেলের লালচে আলোয় আকাশজুড়ে তুলির টান,
হলদে-সবুজ গাছের ফাঁকে কিচির মিচির পাখির গান।
আকাশটাকে বুকের ভিতর লুকিয়ে রাখে ঝিলের জল,
ঝিলের বুকে টুকরো আকাশ, গাছ-গাছালির জলমহল !
গাছ-গাছালি, পাখ-পাখালি, রঙমেলানো জলছবি,
মনের মধ্যে নাচছে বাউল, তাল তুলেছে গুব্‌গুবি।
শহর থেকে ছিটকে আসা ব্যস্ত নাগরিকের দল,
সত্যি জীবন দেখতে হলে ওদের সঙ্গে থাকবি চল্‌।

কবিতা শেষ হতেই সৌমী আর রাতুল একসঙ্গে হাততালি দিয়ে ওঠে।

দুজনে দারুণ – দারুণ ! জাস্ট এক্সেলেন্ট !
সুদীপ্ত কোন্‌টা – কবিতাটা, না এই জায়গাটা ?
দুজনে দুটোই – দুটোই।

সুদীপ্ত আমি জানতাম, জায়গাটা তোর পছন্দ হবে। আমাদের সৌরদীপ যখন এসে জায়গাটার কথা বলেছিল, তখন প্রথমেই বলেছিল, শহর থেকে একটু দূরে আর একটা ছোট্ট সবুজ পৃথিবী।

সৌমী সৌরদীপ একটুও ভুল বলেনি। সামার ক্যাম্পের জন্য এই ফার্মহাউসটা সিম্প্‌লি একটা আইডিয়াল স্পট। শহর থেকে বেশ কিছুটা দূরে এই আকাশমণি গ্রাম। গ্রামের শেষপ্রান্তে ঝিলের ধারে এই খামারবাড়ি। সামনে বিশাল একটা জলাভূমি। তার ওপারে চেনা-অচেনা গাছের ঘন জঙ্গল। একদম দূরের দিকে তাকালে আবছা টিলার সারি। মাথার ওপর চক্‌চকে নীল আকাশ। সব মিলিয়ে অসাধারণ একটা ল্যাণ্ডস্কেপ। তার ওপর উপরি পাওনা হিসেবে এত্ত রকমের পাখি।

রাতুল যা বলেছ সৌমীদি ! বিশ্বাস করো, আমি আগে কোনদিন একসঙ্গে এত পাখি দেখিনি। ম্যাক্সিমামই তো দেখছি অচেনা পাখি। কী নাম পাখিগুলোর ?

সুদীপ্ত আমিও সব পাখির নাম জানি না।

সৌমী এগুলো প্রায় সবই মাইগ্রেটরি বার্ডস্। কিন্তু সারাবছর এখানেই থাকে বোধহয়।

রাতুল তুমি চেনো এই পাখিগুলো ?

সৌমী না, সবগুলো নয়। কিছুদিন একটা বার্ড-ওয়াচিং ক্লাবের মেম্বার থাকার সুবাদে মোটামুটি চিনি। না রে রাতুল, জায়গাটা সত্যিই ভাল। সৌরদীপের টেস্টের প্রশংসা করতেই হচ্ছে। থ্যাঙ্কস্ সুদীপ্ত।

সুদীপ্ত যা ব্বাবা, আমি কেন ? এ ধন্যবাদ সৌরদীপের পাওনা।

সৌমী তোকে ধন্যবাদ দিচ্ছি আমাকে এই সুযোগটা করে দেওয়ার জন্য। কলেজ ছাড়ার পর তো আমরা যে যার মত আলাদা হয়েই গিয়েছিলাম। দীর্ঘদিন আর কারো সঙ্গেই যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে তোর সঙ্গে আবার যোগাযোগ হয়ে গেল। সেই সুবাদে তোদের ইকো ক্লাব আর সামার ক্যাম্পের কথা জানতে পারলাম। প্রকৃতিকে নতুন করে চেনার টানে গ্রীন আর্থ ইকো ক্লাবের মেম্বার হয়ে গেলাম। আর সেই জন্যেই না আজ এখানে আসতে পারলাম।

সুদীপ্ত তাহলে তোর সোশ্যাল মিডিয়াকেই থ্যাঙ্কস্ জানানো উচিত।

সৌমী ওটা তো জাস্ট একটা মাধ্যম। ওটাকে অপব্যবহার করে কেউ ক্রাইম করছে, আবার অনেকেই আমার মত বেঁচে থাকার নতুন অর্থ খুঁজে নিচ্ছে।

রাতুল ঠিক বলেছ সৌমীদি। না, তাহলে সিদ্ধান্তটা কী দাঁড়াল – নেক্সট উইকে 'গ্রীন আর্থ ইকো ক্লাব' তার সবুজ বাচ্চাদের নিয়ে এই সবুজ ভূখণ্ডে উপস্থিত হচ্ছে এ বছরের সামার ক্যাম্প উদ্‌যাপন করতে, রাইট ?

সৌমী অবশ্যই এবং অবশ্যই। বাচ্চারা সাতটা দিন দারুণ এনজয় করবে। বাট ছোট্ট একটা প্রবলেম আছে। ঝিলটা খামারবাড়ির একদম গায়ে। বাচ্চাদের কিন্তু খুব চোখে চোখে রাখতে হবে।

রাতুল চাপ নিও না সৌমীদি, আমাদের ইকো ক্লাবের বাচ্চাগুলো কিন্তু সবকটাই রেগুলার সুইমিং ক্লাবে যায়। বলা যায়, সবাই বেশ ভাল সাঁতারু।

সৌমী (বিদিশাকে দেখিয়ে) একমাত্র বিদিশা বাদে।

সুদীপ্ত সেকি ! বিদিশা সাঁতার জানে না ?

সৌমী নাহ্।

সুদীপ্ত সেকি ! গ্রামের মেয়ে – সাঁতার জানে না ?

সৌমী সাঁতার শেখার সুযোগ আর পেল কই ?

সুদীপ্ত হ্যাঁ, তোর কাছে যতটুকু শুনেছি – মেয়েটা বিপর্যয় নিয়েই বড় হয়ে উঠেছে।

সৌমী বিপর্যয় বলে বিপর্যয় ! একটু বড় হতে না হতেই বাবা-মা দুজনেই এক রাতের মধ্যে আন্ত্রিকে মারা গেল। প্রথমটা ওর দূর সম্পর্কের এক জামাইবাবুর কাছে গিয়ে উঠেছিল। কিন্তু সে লোকটা ছিল আস্ত বদমাশ। টাকার লোভে মেয়েটাকে কার কাছে যেন বেচে দেওয়ার সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছিল। কিন্তু বিদিশা আগাম আঁচ পেয়ে তার বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। তারপর এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে আমার বাড়ির কাজের মাসীর সঙ্গে হাত ধরে একদিন এসে উঠল আমার আশ্রয়ে। জন্ম না দিয়েও আমি কিভাবে যেন ওর মা হয়ে গেলাম। ওকে স্কুলে ভর্তি করে দিলাম। আর এখন ও আমার পরিবারেরই একজন।

সুদীপ্ত ইয়ে – বিদিশার মেইন সমস্যাটা এখন কি ?

সৌমী — সত্যি বলতে কি, সে অর্থে ওর কোন সমস্যাই নেই। ও শারিরীকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ। কিন্তু বেশিরভাগ সময়েই ওর ভেতর থেকে আর একটা অচেনা জগৎ বেরিয়ে এসে ওকে আমাদের বাস্তব জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে।

রাতুল — ইয়ে – মানে, যাদের অটিস্টিক চাইল্ড বলে –

সৌমী — না রে রাতুল, বিদিশা ঠিক অটিস্টিক নয়। ও কিন্তু কম্যুনিকেট করতে পারে। কিন্তু নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া কথা বলতে চায় না। ক্লিনিক্যালি ইট'স্ কল্ড অ্যাগোরাফোবিয়া। একটা অজানা ভয় ওকে সারাক্ষণ তাড়া করে বেড়ায়। সারাক্ষণ ওর মনে হয়, কেউ যেন ওকে জোর করে ধরে নিয়ে যেতে চায় অথচ ও তাকে কিছুতেই এড়াতে পারছে না। অ্যান্ড দ্যাটস্ হোয়াই শী গেট্স প্যানিকড্। যখন ও প্রথম আমার কাছে এসেছিল, তখন সিম্পটম্পগুলো আরো অ্যাকিউট ছিল। এক নাগাড়ে বছরদেড়েক কাউনসেলিং আর থেরাপি করার পর এখন অনেকটা ভাল। তা না হলে ওকে এখানে নিয়ে আসার রিস্ক নিতাম নাকি ?

রাতুল — এখন তো দিব্যি বসে বসে ছবি আঁকছে।

সৌমী — ওভাবে কিছু বোঝা যায় না রে। ওর মুড ভাল থাকলেও ছবি আঁকে, আবার খারাপ থাকলেও আঁকে।

সুদীপ্ত — ডোন্ট ওয়্যারি, এখন বিদিশা আমাদের ইকো ক্লাবের মেম্বার। আমরা সবাই ওর পাশে আছি। তুই দেখে নিস, সকলের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে থাকতে ও একদম স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

সৌমী — একদম স্বাভাবিক হওয়া কঠিন। তবু আশা করব, সেটাই যেন হয়।

সুদীপ্ত — হবে। নিশ্চয় হবে। হয়তো একটু সময় দিতে হবে।

রাতুল — না, তাহলে গোটা ব্যাপারটা কি দাঁড়াল সুদীপ্ত, আপাতত দুটো দিন এখানে থেকে ক্যাম্পের সব ব্যবস্থা কমপ্লিট করে রবিবার আমরা কলকাতা ফিরছি, রাইট ?

সুদীপ্ত — অফ্ কোর্স। ডেকোরেটার্স থেকে শুরু করে লাইট–মাইক, বিছানাপত্তর – ইভেন রান্নার ঠাকুর, কাজের মাসি, চাল-ডাল-সব্জির ব্যবস্থা – সব কিছু অ্যারেঞ্জ করে – দরকার হয় টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে রাখব। রবিবার দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে বিকেল নাগাদ এখান থেকে রওনা দেব কলকাতায়। আর তার ঠিক পরের সপ্তায় –

এই সময় নেপথ্যে একটা কুকুরের ক্ষিপ্তস্বর। যেন খুব রেগে গিয়ে কাউকে ধমক দিচ্ছে কুকুরটা। আর সেই সঙ্গে হরিসাধন মাইতির হাঁকডাক শোনা যায়। মাইতিবাবু এই গ্রামের অত্যন্ত সজ্জন এবং প্রভাবশালী একজন ব্যক্তি। বস্তুত, এই খামারবাড়ির মালিক তিনি। যে কুকুরটি চেঁচাচ্ছে, সেটিও তাঁর। তাই এই মুহূর্তে অত্যন্ত বিব্রত হয়ে কুকুরটাকে ধমক দিতে দিতে তিনি মঞ্চে আসেন।

হরিসাধন — এ্যাই – এ্যাই – চোপ্ – চোপ্ ! এ্যাই গব্বর, এবার একটু ক্ষান্ত দে বাপ আমার ! আমার কুকুর হয়ে তুই আমাকে দেখেই ঘেউ-ঘেউ করছিস ? ওরে হতভাগা, তোর কি মিনিমাম কাণ্ডজ্ঞানটুকুও নেই ? মানুষের সঙ্গে থাকিস, অথচ তোর মধ্যে একটুও মানবিক মূল্যবোধ জেগে ওঠে নি ? চুপ কর বলছি – আরে এ্যাই পরেশ, গেলি কোন্ চুলোয় ? কুকুরটাকে চুপ করাতে পারছিস না ?

সুদীপ্ত — (হেসে ফেলে) কি হল মাইতিবাবু ? হঠাৎ এত ক্ষেপে গেলেন কেন ?

হরিসাধন — আরে দেখুন না মশাই, এমন ছোটলোক কুকুর আমি বাপের জন্মে দেখিনি।

সুদীপ্ত — সেকি ! গব্বরকে তো আমাদের বেশ সভ্য-ভব্য কুকুর বলেই মনে হয়েছে। সকাল থেকে তো দেখছি। দিব্যি আদর-টাদর করলাম –

হরিসাধন — সেই কথাই তো বলছি। ও ব্যাটা ঘরশত্রু বিভীষণ। অচেনা লোকজন দেখলে দিব্যি তুরতুর করে লেজ নাড়ে। শুধু আমার বেলায় – হতচ্ছাড়া কুকুর, আমারই খাচ্ছিস, আমারই পরছিস –

তিনজন — পরছে !

হরিসাধন — আহা – পরছে মানে – আমি কি আর জামাকাপড় পরার কথা বলছি ? ব্যাটাচ্ছেলে ঐ যে চেন-বক্লস্ পরে আছে, ওগুলো তো আমার পয়সাতেই কেনা – না কি ? তারপর ঐ দেখুন – ওর জন্য কি সুন্দর ছোট্টমত একটা ঘর বানিয়ে দিয়েছি – ডাক্তারের লিস্টি মেনে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেছি। অথচ ব্যাটা আমাকে দেখলেই চেঁচামেচি করে। ওরে থাম, থাম রে ব্যাটা ! পরেশটাই বা হঠাৎ করে কোথায় হাওয়া হয়ে গেল, কে জানে।

সৌমী — পরেশদা রান্নাঘরে। ভট্টদা আমাদের জন্য রান্না চাপিয়েছে। তাই দেখভাল করতে গেছে।

হরিদাধন ছেলেটার সব ভাল শুধু খাবারের গন্ধ পেলে আর মাথার ঠিক রাখতে পারে না। (চেঁচিয়ে) পরেশ –

পরেশ (নেপথ্যে) এই তো – যাই –

হরিসাধন আসবি পরে। আগে তোদের গব্বরকে সামলা।

নেপথ্যে কুকুরের ডাক বন্ধ হয়। হাঁফাতে হাঁফাতে পরেশ আসে। পরেশকে মাইতিবাবুর ডানহাত বলা যায়। এই মুহূর্তে সে রান্নাঘর থেকে কিছু একটা চাখতে চাখতে ফিরছে।

পরেশ হ্যাঁ, বলুন দাদা।

হরিসাধন এই শোন্, এই বজ্জাত কুকুরটাকে এবার এই খামারবাড়ি থেকে তাড়া।

পরেশ কী বলছেন দাদা ! গব্বরের পেডিগ্রি জানেন ? এরকম দামী জার্মান শেফার্ড চট করে এদিকে পাওয়া যায় না। আপনি ভাবতেই পারবেন না এরা কেমন প্রভুভক্ত হয় –

হরিসাধন হ্যাঁ, সে তো দেখতেই পাচ্ছি। প্রভুভক্তির নমুনা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। আমাকে দেখামাত্র যেরকম ঘাউ ঘাউ করে চেঁচাচ্ছে –

পরেশ আপনি ভুল করছেন দাদা। গব্বর আপনাকে দেখে রেগে যায় না। আনন্দ পায়।

হরিসাধন ঢপ মারার জায়গা পাও না ? পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, বড় বড় দাঁত বার করে চিল্লোচ্ছে আর তুমি বলছ কি না –

সৌমী আমার মনে হয়, পরেশদা ঠিকই বলেছেন। কুকুরের আদরের ডাক আমি চিনি। আসলে আপনাকে দেখে গব্বর ভীষণ আনন্দ পেয়েছে। তাই আপনার কাছে আসার জন্য অমন করছে। একবার ছাড়া পেলেই দেখবেন, আদরের ঠেলায় আপনাকে অস্থির করে দেবে। সোজা এসে দু-পা তুলে আপনার কোলে উঠে পড়বে – আপনার গাল চাটবে –

হরিসাধন অ্যাঁ ! ঐ দামড়া কুকুর আমার কোলে উঠে গাল চাটবে ? রক্ষে কর। তার চেয়ে ও যেমন বাঁধা আছে, তেমনই থাক। ওই যে কী একটা প্রবাদ আছে না – ঘরপোড়া গরুর চেয়ে শূন্য গোয়ালই – না, প্রবাদটা একটু ঘেঁটে গেল বোধহয়। সে যাকগে যাক, কাজের কথায় আসি। কেমন দেখলেন আমার এই ফার্ম-হাউস ?

সুদীপ্ত দারুণ। জায়গাটা এক কথায় সুপার্ব্। বাচ্চারা ভীষণ এনজয় করবে।

হরিসাধন বাঃ ! খুব ভাল।

সুদীপ্ত আসলে আমাদের ইকো ক্লাবের বাচ্চাগুলো প্রত্যেকেই খাস কলকাত্যাইয়া। নিজেদের অ্যাপার্টমেন্ট বা বাড়িঘরের চৌহদ্দির মধ্যে কিছু গাছ-গাছালি রোজই দেখে। বাইরে বেড়াতে গিয়ে শৌখিন ট্যুরিস্টদের মত আলগোছে কিছু পাহাড়-জঙ্গল বা সমুদ্রও দেখেছে। কিন্তু এমন ন্যাচারাল বিউটি এনজয় করার সুযোগ বা এরকম প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে দিনরাত কাটানোর স্বাদ বোধহয় কখনো পায়নি।

রাতুল এখানে দুচ্চারদিন থাকতে পারলে ওরা অন্যরকম একটা জীবনের স্বাদ পাবে।

হরিসাধন বাঃ ! শুনেই মনটা ভরে গেল। কী জানেন, আপনাদের এই ক্যাম্পের জোগাড়যন্তর করা – ব্যস্ততা – ছটফটানি – এসব তোড়জোড় দেখে আমার না ভারি আনন্দ হচ্ছে। আমাদের গ্রামে তো আর এসব কিছু হয় না। আমাদের যৌবন বয়সের সেই পরিবেশটাই নষ্ট হয়ে গেছে।

সৌমী গ্রাম – শহর যাই বলুন, সব জায়গাতেই ছবিটা প্রায় একইরকম। জনসংখ্যা বাড়ছে, কিন্তু মানুষ কমে যাচ্ছে।

হরিসাধন ঠিক বলেছেন। আমরা মানুষ হয়ে জন্মাচ্ছি কিছু মানুষ হিসেবে বড় হতে পারছি না। আর ভাল্লাগে না, বুঝলেন ? বেঁচে থাকাটাই এখন এত জটিল হয়ে গেছে – সব কিছুর পিছনে এত অঙ্ক কষার খেলা – সব দেখেশুনে আর বেঁচে থাকতেই ইচ্ছে করে না।

সুদীপ্ত হয়তো কথাটা অনেকটাই সত্যি। কিন্তু তার মধ্যেও তো ভাল মানুষ আছে। তা না হলে যে পৃথিবীটাই চলত না।

হরিসাধন ওই তো – সমাজে যখনই সঙ্কট তৈরি হয়, সবাই আমরা এই কথাটাই বলি। হয়তো এভাবে নিজেরাই নিজেদের সান্ত্বনা দিই। কিন্তু সত্যি বলুন তো ভাই, এই মুহূর্তে আমরা কি খুব একটা ভাল অবস্থায় আছি ? তার মধ্যেও আপনার যে কিছু ভাল কাজ করার চেষ্টা করছেন –

সুদীপ্ত এর মধ্যে আপনারও অবদান আছে কিন্তু।

সৌমী সত্যি মাইতিবাবু, আপনার প্রতি সত্যিই আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

হরিসাধন কেন, কেন – এভাবে বলছেন কেন ?

সৌমী প্রথমত, আপনার সৌজন্যেই এমন সুন্দর একটা জায়গা পাওয়া যাচ্ছে। তার ওপর আপনার ব্যবহার, কথাবার্তা – সবচে' বড় কথা আপনি নিজে আমাদের খোঁজ-খবর নিতে এসেছেন –

হরিসাধন ছি ছি, এসব বলে আমাকে লজ্জা দেবেন না। আমার ফার্ম-হাউসটা বলতে গেলে ফাঁকাই পড়ে থাকে। আপনাদের কিছু দরকারে লাগছে – এটাই বড় কথা।

সৌমী ফার্ম-হাউসটা সত্যিই দারুণ। এতখানি ফাঁকা জায়গা, ওদিকটায় চাষের ক্ষেত, সবজি-বাগান আর এদিকটায় পুরনো প্রাসাদের মত একটা বাড়ি। আর মোস্ট স্পেশ্যালি – এই ঝিলটা।

পরেশ সত্যি বলতে কী – এই ঝিলটা আকাশমণি গ্রামের গর্ব।

হরিসাধন ঝিলটা কিন্তু আমার নয়। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের।

সুদীপ্ত তা হোক। এই ঝিলটার জন্যই গোটা ফার্ম-হাউসটা এত খোলতাই হয়েছে। এত বড় একটা জলাভূমি আছে বলেই না এই গরমের সময়েও এত পাখি এখানে এসে জড়ো হয়েছে।

রাতুল আচ্ছা সৌমীদি, তুমি তখন বললে যে, এগুলো মাইগ্রেটরি বার্ডস্ মানে – পরিযায়ী পাখি। কিন্তু সে তো শুনেছি শীতের শুরুতে আসে, আবার শীত ফুরোলে ফিরে যায়।

সৌমী হ্যাঁ, তা ঠিক। কিন্তু এরা পরিযায়ী পাখি হলেও রেসিডেন্ট বার্ডস্, মানে পাকাপাকিভাবে এখানে থাকে। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এই তো, উত্তরবঙ্গেই – বালুরঘাটের কাছে আঙিনা বলে একটা ছোট্ট গ্রাম আছে। মেরেকেটে হাজার-দেড়েক মানুষের বাস। অথচ সেই গ্রামের মধ্যেই যা গাছপালা আছে, তাতে প্রায় সারা বছর ধরে কম করে বত্রিশ হাজার পরিযায়ী পাখি দিব্যি বাসা বেঁধে রয়েছে। বলা যায়, গ্রামের লোকেরাই তাদের আশ্রয় দিয়েছে। নিতান্ত অভাবী মানুষ হওয়া সত্ত্বেও ওরা নিয়মিত পাখিগুলোর খাবারের জোগান দেয়। চোরা শিকারিদের হাত থেকে তাদের রক্ষা করে। আর এখন মিডিয়ার কল্যাণে ট্যুরিস্টদের কাছে আঙিনা নামের গ্রামটি পুরোদস্তুর একটা পর্যটন কেন্দ্র।

পরেশ একদম ঠিক বলেছেন দিদি, এই পাখিগুলোও আকাশমণির ঝিলে সারাবছর ধরেই থাকে। ঝিল ছেড়ে গ্রামের দিকে একটু গেলেই আর এদের দেখতে পাবেন না।

হরিসাধন যাক, ফার্মহাউস বলুন – ঝিল বলুন – পাখি বলুন – সবটা যে আপনাদের পছন্দ হয়েছে সেটাই খুব আনন্দের ব্যাপার। দেখুন মশাই, পয়সাকড়ি তো জীবনে কম রোজগার করলাম না। আমার ঐ এক ছেলে – চিন্তাই বা কিসের ? এই সময় যদি কারো জন্য কিছু করতে পারি, সেটাই বড় কথা।

সৌমী ইয়ে – আপনি এলেন – চলুন, আমদের তরফ থেকে আপনাকে একটু চা খাওয়াই –

হরিসাধন চা তো আমি খাইনা ভাই। ওসব বদ্ নেশা আমার নেই। ইয়ে – আজ তাহলে আসি। পরেশ রইল, যখন যা দরকার হবে – নির্দ্বিধায় ওকে বলবেন। (গমনোদ্যত হয়েও হঠাৎ বিদিশার দিকে চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়ান) আরে, এই মেয়েটি তো বেশ শান্তশিষ্ট। কেমন একা একা বসে নিজের মনেই ছবি এঁকে চলেছে। আমরা যে এখানে এত গল্পগুজব করছি, সেদিকে কোন হুঁশই নেই। কি যেন নামটা ওর –

সৌমী বিদিশা।

হরিসাধন হ্যাঁ, বিদিশা। (একটু গলা তুলে) এই যে বিদিশারানী – (বিদিশা ঘুরে তাকায়) বলছি, এত মন দিয়ে কি আঁকছ বলো তো ? আমাদের দেখাবে না ? (বিদিশা স্মিত হেসে ক্লিপ-বোর্ডসমেত আর্ট পেপারটা মাইতিবাবুর হাতে তুলে দেয়। ছবিটা দেখেই হরিসাধনের মুখ হাসিতে ভরে যায়। বিদিশাও হাসিমুখে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে) আরে ব্বাস্ ! আমাদের বিদিশারাণী তো দারুণ ছবি আঁকে ! এই দেখুন –

ক্লিপ-বোর্ডটা ঘুরিয়ে ওদের দেখান। ওরাও দেখে বিস্মিত হয়।

সুদীপ্ত আরে, এগুলো তো সব পাখির ছবি ! নানারকম পাখি –

রাতুল মাইগ্রেটরি বার্ডস !! এতক্ষণ ধরে আমরা এই পাখিগুলোই দেখছিলাম –

সৌমী আমরা যখন পাখিদের নিয়ে আলোচনা করছিলাম, ও তখন একটা একটা করে তাদের ছবি আঁকছিল। এই তো – এটা ওপেনবিল স্টর্ক, এইটা ক্যাটল্ ইগ্রেটস্ আর যেগুলো উড়ে যাচ্ছে, ওগুলো বার্বেটস্ আর এদিকটায় দেখ রাতুল – এটা হোয়াইট ইগ্রেটস্ ! আর এগুলো হল ফ্লাই ক্যাচার, কিংফিশার – এগুলো কিন্তু লোকাল বার্ডস – যে কোন গ্রামে গেলেই দেখতে পাবি –

সৌমী বলতে থাকে। বাকিরা ওর কথা শুনতে থাকে। ওর কথা ওভারল্যাপ করে অজস্র পাখির ডাক। আলো নেভে।

দৃশ্যঃ ২

ফার্মহাউস। বৃহস্পতিবারের রাত্রি।

অন্ধকার মঞ্চেই ভেসে আসে জমজমাট কোন বাংলা গান। কোন বাংলা ব্যাণ্ডের গানও হতে পারে। গানটি সাউণ্ড ট্র্যাকে বাজতে পারে, লাইভ গাওয়াও হতে পারে। আলো আসলে দেখা যায়, সন্ধেবেলা সবাই এক জায়গায় জড়ো হয়ে আড্ডা মারছে। নাচ বা গান শেষ হতেই সবাই হাততালি দিয়ে ওঠে।

পরেশ — লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টল্‌মেন, এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সান্ধ্য অধিবেশনের পরিসমাপ্তি ঘটল। এই অনুষ্ঠান যদি এরপরেও দেখার ইচ্ছে থাকে, তাহলে আগামীকাল ঠিক এই সময়ে টকাস করে এই চ্যানেলের বাটন টিপে দিন। টিং – টিং-টি-টিং !

সুদীপ্ত — ও.কে. – ও.কে. – সন্ধে থেকে অনেক হৈ-হুল্লোড় হলো। এবার একটু কাজের কথা হোক।

সৌমী — কাজের কথা আর নতুন করে কী বলার আছে ? কাল সকাল থেকেই আমরা কাজ শুরু করে দিচ্ছি যাতে বিকেলের মধ্যেই সবটা গুছিয়ে নেওয়া যায়।

পরেশ — কোন চাপ নেই দিদিভাই। দাদা বলে দিয়েছেন, আপাতত আমাকে দাদার কোন কাজ দেখতে হবে না। এই দুদিন আমি আপনাদের সঙ্গেই থাকব। আপনারা তো এদিকের কিছুই চেনেন না। আমি সঙ্গে থাকলে দোকান-পাট, বাজার-ঘাট – সব জায়গাতেই কিছু না কিছু সুবিধে পাবেন। সবচে' বড় কথা হল, বাইরের লোক ভেবে কেউ দুম্ করে আপনাদের মুরগি করতে পারবে না।

রাতুল — অন্তত মুরগি কেনার সময়, তাই তো ?

সবাই একটু হেসে ওঠে। পরেশ অপ্রস্তুত হয়।

পরেশ — অ্যাঁ – হ্যাঁ, হ্যাঁ। না – মানে, শুধু মুরগি কেন, সব কিছুতেই।

সৌমী — ওয়েল, নেক্সট – সামার ক্যাম্পের পাঁচদিনের শিডিউল।

সুদীপ্ত — ওটা তো মোটামুটি ঠিক করাই আছে।

রাতুল — তবু ফাইনাল একটা রুটিন ঠিক করে নিতে হবে না ? তারপর প্রয়োজন অনুযায়ী কোন জিনিসপত্র যদি কেনাকাটা করতে হয় আর সেগুলো যদি এখান থেকেই কেনার ব্যবস্থা করতে হয়, সেটাও তো ঠিক করে রাখতে হবে, তাই না ?

পরেশ — (অনেকক্ষণ ধরে উসখুস করছিল, এবার বলে ফেলে) ইয়ে – আপনারা তাহলে আলোচনা সেরে নিন। আমি একবার ভট্টদার কাছে যাই। রান্নার কত বাকি সেটা খোঁজ নিয়ে আসি।

রাতুল — হ্যাঁ, সে তো যেতেই হবে। রান্নাটা কেমন হল, সেটাও তো একবার টেস্ট করে দেখা দরকার। তাই না পরেশদা ?

পরেশ — অ্যাঁ – হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেটাও একবার – (সবাই হেসে ফেলে। পরেশও বোকার মত হাসে) আসলে কী জানেন, মাংস্টা যখন কষা হয়, তখন ডাইরেক্ট কড়া থেকে দু-এক টুকরো খাওয়ার মজাই আলাদা।

সুদীপ্ত — এখন যে মাংস কষা হচ্ছে এটা তুমি এখান থেকে টের পেলে কী ভাবে ?

পরেশ — না, মানে – গন্ধটা নাকে এলো তো –

সবাই আবার হেসে ওঠে।

রাতুল — যাও, তুমি মাংসের ব্যাপারটা দেখো। আমরা ততক্ষণে –

পরেশ — হ্যাঁ, সেই ভাল।

পরেশ বেরিয়ে যায়। ওরা আলোচনা শুরু করে। সেইসময় বিদিশা এদিক ওদিক দেখতে দেখতে মঞ্চের বাইরে বেরিয়ে যায়, যেন বা সে ফার্মহাউসের গেটের দিকে যাচ্ছে। আলোচনায় মগ্ন থাকার কারণে ওরা তাকে লক্ষ্য করে না।

সুদীপ্ত হ্যাঁ, যা বলছিলাম – আর পাঁচটা সামার ক্যাম্পে যা হয়, মোটামুটি আমাদের শিডিউলও তাই থাকবে। সকালে একটু মেডিটেশন, হালকা এক্সারসাইজ, ব্রেকফাস্ট। বেলার দিকে নেচার স্টাডি। দুপুরে লাঞ্চ, লাঞ্চের পর একটু রেস্ট। বিকেলে একটু খেলাধূলো, দৌড়ঝাঁপ। তারপর সন্ধেবেলায় এক-একদিন এক একরকম সাবজেক্ট নিয়ে একটা স্পেশ্যাল সেশন। শেষদিন রাতে ক্যাম্প-ফায়ার।

সৌমী পাঁচদিন ধরে এই একই শিডিউল থাকবে ? বাচ্চাদের একঘেয়ে লাগবে না ?

সুদীপ্ত একঘেয়ে লাগবে কেন ? দেখিস না, এই শিডিউলের ফাঁকফোকরেই বিভিন্ন মজাদার গেম্‌স থাকবে, ছোটখাটো কম্‌পিটিশন থাকবে, সম্ভব হলে একটু-আধটু ড্রইং – তাতেই দেখবি, সময়ে কুলিয়ে উঠতে পারবি না।

রাতুল আমি আর একটা জিনিসের কথা ভাবছিলাম। বলব ?

সুদীপ্ত হ্যাঁ, বল্‌।

রাতুল অ্যাকচ্যুয়ালি, সকালে বিদিশার ছবি-আঁকা দেখেই বিষয়টা মাথায় এল। ঝিলের মধ্যে এত মাইগ্রেটরি বার্ডস দেখলে বিদিশার মত অন্য বাচ্চাদের মনেও কৌতূহল জাগবে। সৌমীদি তো নিজেই বলল, ও নাকি একসময় কোন একটা বার্ড ওয়াচার ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তাহলে আমাদের ক্যাম্পে রোজ সকালের দিকে বার্ড ওয়াচিং-এর একটা সেশন রাখা যায় না ?

দুজনে বার্ড ওয়াচিং !!

রাতুল ইয়েস, বার্ড ওয়াচিং ইজ অলসো আ পার্ট অফ্‌ নেচার স্টাডি।

সুদীপ্ত হুম্‌, এ ভাবনাটা মন্দ নয়। কিন্তু করবেটা কে ?

রাতুল কেন, সৌমীদি।

সৌমী এই, না না – অতটা পারব না। কিছু পাখি আমি চিনি বটে, কিন্তু বার্ড ওয়াচিং করানোর মত ক্ষমতা নেই। ওটার জন্যে স্পেশ্যালিস্ট কাউকে লাগবে।

সুদীপ্ত বেশ, তুই তাহলে কলকাতায় ফিরে গিয়ে তোর বার্ড ওয়াচার ক্লাবের সঙ্গে একবার যোগাযোগ কর।

রাতুল হ্যাঁ গো সৌমীদি, বাচ্চারা তো শিখবেই, সেই সঙ্গে আমাদেরও পাখি সম্পর্কে অনেক কিছু জানা হয়ে যাবে।

সৌমী ঠিক আছে। কিন্তু রোজ সকালের দিকে ঘন্টাখানেক আর বিকেলের দিকে আধঘন্টার জন্য টাইম বের করতে হবে। ওই সময়টাতেই ওদের ভাল দেখা যায়।

সুদীপ্ত হয়ে যাবে। ডান।

রাতুল ওফ্‌, এবারের সামার ক্যাম্প জমে যাবে। তাহলে পরপর সব লিখে ফেলি –

ব্যাগ থেকে রাইটিং প্যাড আর পেন বের করে লিখতে উদ্যত হয়। ঠিক এই সময় আবহে একটা গাড়ি চলে যাওয়ার শব্দ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাইরে পরেশের ভীত, সন্ত্রস্ত স্বর – 'একি, বিদিশা ! তোর আবার কী হল ? আরে, পালাচ্ছিস কোথায় ? শোন্‌ – শোন্‌ বলছি –' সৌমী, রাতুল আর সুদীপ্ত কথা থামিয়ে বাইরে তাকায়। হঠাৎ দেখা যায়, বিদিশা দৌড়ে এসে সৌমীর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। চোখে-মুখে আতঙ্কের ছাপ। সৌমী তাকে জড়িয়ে ধরে।

সৌমী বিদিশা – এই বিদিশা – হঠাৎ কী হল তোর ? এমন করছিস কেন ? পরেশ –

কিন্তু সে কিছু বলার আগেই বিদিশাকে ডাকতে ডাকতে পরেশও দৌড়ে আসে।

রাতুল কী হল রে বিদিশা, হঠাৎ অমন করে পালিয়ে এলি কেন ? ভয় পেয়েছিস ?

পরেশ দেখুন না, আমি তো মন দিয়ে ভট্টদার রান্না দেখছি। হঠাৎ দেখি, ও একা একাই গেটের দিকে হেঁটে যাছে। ঠিক তখনি সামনের রাস্তা দিয়ে একটা গাড়ি চলে গেল আর তার হেডলাইটের আলোটা এসে পড়ল ওর চোখে। ব্যস – কী যে হল মেয়েটার – আঁতকে উঠে দৌড়ে আপনার কাছে পালিয়ে এল।

সৌমী চুপ কর বিদিশা – চুপ কর। কিচ্ছু হয়নি তোর – কিচ্ছু হয়নি। চুপ কর –

সুদীপ্ত (সন্দেহের চোখে পরেশের দিকে তাকিয়ে) এ্যাই, তুমি আবার ওকে ভয়টয় দেখাও নি তো ?

পরেশ আমি ! আমি কেন খামোখা ভয় দেখাতে যাব ? গাড়ির আলোটা চোখে পড়তেই তো –

রাতুল শুধু গাড়ির আলো দেখেই পালিয়ে এল ? এই বিদিশা, তুই বল্‌ তো – কী হয়েছে ?

সৌমী — আঃ – চুপ কর রাতুল। পরেশের কোন দোষ নেই। গাড়ির শব্দটা আমরাও শুনেছি। আসলে একটা কালো রঙের গাড়িতে করেই ওর সেই দূরসম্পর্কের জামাইবাবু ওকে বিক্রি করে দিতে নিয়ে যাচ্ছিল। মাঝপথে কিছু একটা কেনার জন্যে সে লোকটা বোধহয় গাড়ি থেকে নেমেছিল, সেই সুযোগে বুদ্ধি করে বিদিশা গাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। কিন্তু তার পর থেকেই কালো রঙের গাড়ি কিংবা রাতের অন্ধকারে হেডলাইটের আলো – এই দুটো জিনিস যেন মেন্টাল ফিক্সেশনের মত ওর মাথায় গেঁথে গেল। ওগুলো দেখলেই মেয়েটা আতঙ্কগ্রস্তা হয়ে ওঠে। (বিদিশা তখনও সৌমী শরীরে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সৌমী তাকে সান্ত্বনা দেয়) চুপ কর বিদিশা – এখানে কেউ তোর কিচ্ছু করতে পারবে না।

কিন্তু বিদিশার কান্না থামে না। সৌমীর কোলে মুখ গুঁজে সে কাঁদতে থাকে। সৌমী একটু অপ্রস্তুত। প্যাড আর পেন রেখে রাতুল এগিয়ে আসে। যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব করে সে বিদিশার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে।

রাতুল — বিদিশা, এমন সুন্দর জায়গায় কেউ এমন মনখারাপ করে থাকে না। তুই মিথ্যে মিথ্যেই ভয় পাচ্ছিস – (সৌমী রাতুলকে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সে হাতের ইশারায় সৌমীকে থামিয়ে দেয়) উঁ-হুঁ-হুঁ – আমি ঠিক বুঝতে পেরেছি। আসলে অনেকক্ষণ দিদির কাছে আদর খাওয়া হয়নি, তাই কান্নার ছুতো করে আদর খাওয়া হচ্ছে, তাই না ? আমি সব বুঝতে পেরেছি।

বাকিরা কেউ রাতুলের উদ্দেশ্যটা ঠিক বুঝতে পারে না। কিন্তু রাতুল দু-হাতের আঙুলে তুড়ি দিয়ে তাল তোলে। তারপর শিস দিয়ে একটা গান শুরু করে।

রাতুল — 'চুপিচুপি রাত নেমে আসে আকাশে/গুটিগুটি চাঁদ এসে পাশে বসে/কানে কানে গান শোনায়/গুটিগুটি তারা জ্বলে ওঠে আবার/ছুটে ছুটে চলে যায় মনটা আমার/আমি আকাশপানে হাত বাড়াই/না জানে কিঁউ, দিল ইঁয়ু সতায়ে/বিতে হ্যায় রাত, পর নিদ না আয়ে/জাগি আঁখো মে, সপনো কে সায়ে/হসতে হ্যায় ইঁয়ু, ইয়ে নিদ না আয়ে' - - -

রাতুলের উদ্দেশ্যটা বুঝে নিয়ে সৌমী আর সুদীপ্তও ওর সঙ্গে গলা মেলায়। বিদিশা কান্না থামিয়ে সকলের দিকে ঘুরে তাকায়। তার ভয়টা কিন্তু যাই যাই করেও যেতে চায় না। আলো নেভে।

দৃশ্যঃ ৩

ফার্মহাউস। শুক্রবার অর্থাৎ পরের দিন বেলা ন'টা সাড়ে ন'টা।
গব্বরের আওয়াজের মধ্যে দিয়ে মঞ্চে আলো আসে। দেখা যায়, মাইতিবাবু ফার্মে এসেছেন। নেপথ্যে গব্বর যথারীতি চেঁচিয়ে যাচ্ছে। মাইতিবাবুর গলার আওয়াজ শুনে পরেশ এসে দাঁড়ায়।

হরিসাধন — দূর ছাতা ! এ্যাই, খামোখা চেঁচাচ্ছিস কেন, অ্যাঁ ? তোর কোন্ পাকা ধানে মই দিয়েছি রে ? আমাকে দেখলেই যত রাগ, তাই না ? চুপ কর বলছি – (পরেশকে) এ্যাই – তুই হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছিস কি – ব্যাটার মুখটা সেলোটেপ দিয়ে বন্ধ করে দিতে পারছিস না ?

পরেশ — কি বলছেন দাদা – ডাক বন্ধ করে দেব !

হরিসাধন — হ্যাঁ, দিবি।

পরেশ — ইয়ে – মানে – ওর বাক্-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়ে যাবে না ?

হরিসাধন — বলিস কী রে ! কুকুরের আবার বাক্-স্বাধীনতা ! এরপর তো বলবি ওকে চেন দিয়ে বেঁধে রাখা যাবে না। ফার্মহাউস পাহারা দেয় বলে মাসের শেষে মাইনে দিতে হবে। পুজোর সময় বোনাস দিতে হবে –

পরেশ — না, না অতটা বলিনি দাদা। শুধু ডাকটা বন্ধ করে দেওয়ার ব্যাপারে –

হরিসাধন — না, না, না – যে কুকুরের ভদ্রতাবোধ বলে কিছু নেই, তার ডাক বন্ধ করে দেওয়াই ভাল। আমি যদি অর্জুন হতাম না, টকাস করে একটা তীর মেরে – পরেশ, ওকে চুপ করতে বল। আমার মাথায় এবার রাগ চড়ে যাচ্ছে।

পরেশ কিন্তু আপনি একবার ভেবে দেখুন দাদা, অমন একটা রাজকীয় ডাক –

হরিসাধন এ্যাঁ, রাজকীয় না ছাই ! কুকুরের ডাক কুকুরীয় ছাড়া আর কিস্যু নয়। ব্যাটা শুধু চেঁচাতেই শিখেছে। তার চে' বেশি কিছু ওর দ্বারা হবে না। ব্যাটা বদমাশ কাঁহাকা ! চোপ্ ! (কে জানে, হয়তো ঘাবড়ে গিয়েই গব্বর ডাক বন্ধ করে দেয়। মাইতিবাবু মহাখুশি) দেখলি তো – কেমন ব্যাটা শক্তের ভক্ত ? যেই ধমক দিয়েছি – ভয়ে চুপসে গেছে। কিন্তু এদিকে এরা সব গেল কোথায় ? কাউকেই তো দেখছি না। (চেঁচিয়ে) এই যে – গেলে কোথায় সব ?

মাইতিবাবুর ডাকে সুদীপ্ত, সৌমী আর রাতুল আসে।

সৌমী আসুন মাইতিবাবু। গব্বরের অমন হাঁকডাক শুনেই বুঝতে পেরেছি, আপনি ফার্মে এসেছেন।

হরিসাধন ভাবলাম, দোকানে যাওয়ার আগে একবার তোমাদের খোঁজখবর নিয়ে যাই। সব ঠিকঠাক আছে তো ? (ওরা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়) রাতে ঘুমটুমের কোন সমস্যা হয়নি ?

রাতুল একদম না।

সুদীপ্ত আমাদের বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয় নি।

হরিসাধন আজকে তো আবার সকাল থেকেই তোমাদের অনেক কাজ।

সৌমী হ্যাঁ, একটু বাদেই বেরুবো। আজকের মধ্যে ডেকোরেটর্স, রান্নাবান্নার লোক – সব কিছুর ব্যবস্থা সেরে রেখে পরশু বিকেলের দিকে ফিরে যাব কলকাতায়।

হরিসাধন বাঃ – চমৎকার ! আচ্ছা শোনো – (হঠাৎ কিছু একটা মনে পড়তেই ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন) এই রে, আমি বোধহয় কোথাও একটা গোলমাল করে ফেলেছি।

সবাই গোলমাল ?

হরিসাধন হ্যাঁ। আমার যতদূর মনে পড়ছে, কালকে আমি সবাইকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করছিলাম। কিন্তু আজ – আসলে এখানে ঢুকতে না ঢুকতেই ঐ ব্যাটা গব্বরের আওয়াজ শুনে মাথাটা এমন গোলমাল হয়ে গেল –

সুদীপ্ত কিচ্ছু গোলমাল হয়নি মাইতিবাবু। আপনি আমাদের সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ। আমাদের 'তুমি' করেই বলবেন। তাতে আমরাও কমফর্ট ফীল করব।

হরিসাধন হ্যাঁ, সেটাও ঠিক। খামোখা কেন তোমাদের আপনি-আজ্ঞে করব ? আমার কাছে তোমরা তো নেহাতই বাচ্চা ছেলেমেয়ে, তাই না ?

সৌমী (হেসে ফেলে) যতটা বাচ্চা ভাবছেন, ঠিক ততটা বাচ্চাও আমরা নই। এনিওয়ে, আপনি কিন্তু একদম ঠিক কাজ করেছেন। আমাদের 'আপনি-আজ্ঞে' বলাটা বন্ধ করুন। ইন ফ্যাক্ট, আপনি নিজে থেকে না বললেও আমিই আপনাকে এ ব্যাপারে রিকোয়েস্ট করতাম।

হরিসাধন বলছ ? বেশ, তাই হোক। হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম – তোমরা পরেশকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছ তো ?

সুদীপ্ত অবশ্যই। পরেশদা না থাকলে দোকানপাট চেনাবে কে ?

পরেশ আরে, দাদা কি আর সবসময় গোটা এলাকা ঘুরে বেড়ান ? দাদার সব কাজ আমাকেই করতে হয়, তাই সবাই আমাকে চেনে।

হরিসাধন হ্যাঁ, সে তো হবেই। সবাই তোকে আমার চেয়ে বেশী চিনবেই তো। কথায় বলে না, বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড় – এও তাই।

সবাই একটু হেসে ওঠে। পরেশও একটু লজ্জা পায়।

পরেশ দাদা, বাজারে যাওয়ার জন্য একটা গাড়ি বলে রেখেছি। আমি একবার দেখি গাড়িটা এলো কি না –

দৌড়ে বেরিয়ে যায়। হরিসাধন সেই দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলেন।

হরিসাধন হে হে – লজ্জা পেয়ে গেছে। যাই বলো সুদীপ্তভায়া – আমার কিন্তু বেশ লাগছে। মনের মধ্যে বেশ কেমন একটা উৎসব-উৎসব ভাব ফুটে উঠছে। বেশ বুঝতে পারছি, সব মিলিয়ে আমার ফার্মহাউসটা কদিনের জন্য বেশ রঙচঙে হয়ে উঠবে।

সুদীপ্ত ক্যাম্পের সময় আসুন। আরও ভাল লাগবে।

হরিসাধন হ্যাঁ, সে তো আমি এখন থেকেই বুঝতে পারছি। বাচ্চাকাচ্চারা চারদিকে হেসেখেলে বেড়াবে। তোমরা তাদের এটা-ওটা শেখাবে, তাদের নিয়ে মজা করবে – হৈ-হট্টগোলে ফার্মহাউস ভরে উঠবে আর ব্যাটা রাক্ষুসে কুকুর ভয়ের চোটে তার ঘরের মধ্যে ল্যাজ গুটিয়ে, ঘাপটি মেরে বসে থাকবে। হতচ্ছাড়ার খুব শিক্ষা হবে।

সুদীপ্ত সত্যি বলতে কি, আমাদেরও মনে হচ্ছে – বাচ্চাগুলোকে এখানে না আনতে পারলে তাদের জীবনের একটা দিক অপূর্ণ থেকে যাবে।

হরিসাধন আসলে আমাদের সময়ে তো এসব ক্যাম্প-ফ্যাম্পের বালাই ছিল না। বাচ্চাবেলায় দল বেঁধে ঘুড়ি উড়িয়েছি, লাট্টু-ডাংগুলি খেলে বেড়িয়েছি, এর-ওর গাছের দেদার আম-জাম ধ্বংস করেছি আর তার ফাঁকফোকরে সময় পেলে একটু-আধটু লেখাপড়া করেছি। হা হা হা –

সুদীপ্ত তখনকার সময় আর এখনকার সময়ে বিস্তর ফারাক মাইতিবাবু।

হরিসাধন সে আর বলতে ! হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি ভায়া। নাহ্, দোকানে গিয়ে বসতে হবে। আমি এখন চলি –

সৌমী আরে, আপনি চলে যাচ্ছেন নাকি ? আজ ব্রেকফাস্টে লুচি-আলুচচ্চড়ি হয়েছে। না খাইয়ে ছাড়ছি না।

হরিসাধন (হাতজোড় করে) না মামণি, ওই একটি ব্যাপারে আমাকে ক্ষমা করতে হবে।

সৌমী (হাসতে হাসতে) কেন, আমাদের রান্না করা খাবার মুখে তুলবেন না বলে পণ করেছেন নাকি ?

হরিসাধন আরে না না, সেসব কিছু নয়। আমি আসলে একটু গেঁয়ো টাইপের মানুষ। সকালবেলাতেই বেশ গুছিয়ে একপেট ভাত না খেলে ঠিক মন ভরে না। আর সকালবেলায় ভাত না খেয়ে বাড়ি থেকে বেরোনোর কথা আমি ভাবতেই পারি না।

সৌমী আপনি মানুষটা সত্যিই একটু অদ্ভুত।

হরিসাধন শুধু আমি কেন, আমরা প্রত্যেকেই কোন না কোন বিষয়ে অদ্ভুত।

ঠিক সেই সময় ওদের হাসি ছাপিয়ে বেশ কিছু মানুষের অশান্ত গুঞ্জন শুরু হয়। গুঞ্জন ক্রমশ বাড়তে থাকে। সেইসঙ্গে গব্বরের চিৎকার শুরু হয়।

সুদীপ্ত কি ব্যাপার বলুন তো ?

হরিসাধন সেটাই তো ভাবছি।

সৌমী ফার্মহাউসের বাইরে বেশ কিছু লোকজন জড়ো হয়েছে দেখছি।

হরিসাধন এই মরেচে ! ওরা আবার কারা ? অচেনা লোক দেখে চাঁদা-ফাঁদা চাইতে এসেছে নাকি ? (চেঁচিয়ে) পরেশ – (পরেশ দৌড়ে আসে) কি ব্যাপার, ওখানে কারা জটলা পাকাচ্ছে ?

পরেশ না দাদা, জটলা নয়। আমাদের আকাশমণি গ্রামেরই বেশ কিছু লোকজন এসেছে। ওরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে। ফার্মহাউসের মেনগেটের দারোয়ান ওদের আটকে দিয়েছে। তাই –

হরিসাধন সেকি ! দেখা করতে চাইছে – তো আটকাতে গেল কেন ?

পরেশ আসলে অতগুলো লোক একসঙ্গে ভেতরে ঢুকে পড়বে – এদিকে এনাদের জিনিসপত্র রয়েছে – ওদিকে চাষবাসের নানান জিনিস ছড়ানো রয়েছে – আবার কুকুরটাও খেপে গিয়ে এমন চেঁচাচ্ছে – দারোয়ান রিস্ক নিতে চাইছে না।

হরিসাধন হুঁ, সেটা ঠিকই করেছে। সকলে মিলে এখানে ভীড় বাড়ালে – এক কাজ কর, কথা বলার জন্য ওদের দু-একজনকে এখানে পাঠিয়ে দে। আর শোন, তুই দারোয়ানের সঙ্গে গেটের কাছেই থাক। লক্ষ্য রাখিস, কেউ যেন কোনরকম বাড়াবাড়ি না করে। যা –

পরেশ আবার দৌড়ে বেরিয়ে যায়।

সুদীপ্ত কি ব্যাপার বলুন তো ?

হরিসাধন সেটাই তো বোঝার চেষ্টা করছি। হঠাৎ করে আমার ফার্মহাউসের সামনে –

সৌমী আমাদের নিয়ে কোন প্রবলেম ?

হরিসাধন আরে না না, তোমরা আমার গেস্ট। তোমাদের নিয়ে প্রবলেমের কি আছে ? দাঁড়াও – দেখি না কি বলতে চায়। (বাইরের দিকে তাকিয়ে) হ্যাঁ, হ্যাঁ, এদিকে আসুন। এই যে – এদিকে – আসুন, আসুন –

পুলক নামে এক যুবক আসে। সঙ্গে ইরাবতী নামের আর এক তরুণী। দুজনেরই রুচিসম্মত পোশাক, মার্জিত হাবভাব।

হরিসাধন কি ব্যাপার ভাই ? শুনলাম, আপনারা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

পুলক নমস্কার। আমাদের আপনি চিনবেন না। 'আকাশমণি প্রকৃতি সুরক্ষা সংসদ'-এর পক্ষ থেকে আমরা এসেছে। আমি পুলক।

ইরাবতী আমি ইরাবতী। আর ওখানে যাদের দেখছেন, তারা সবাই 'আকাশমণি প্রকৃতি সুরক্ষা সংসদ'-র সদস্য।

হরিসাধন প্রকৃতি সুরক্ষা – হ্যাঁ, হ্যাঁ, নামটা শুনেছিলাম বটে। আপনারা বোধহয় পরিবেশ-টরিবেশ নিয়ে কি সব কাজকর্ম করছেন –

ইরাবতী ঠিক ধরেছেন। সেই সংগঠনের পক্ষ থেকেই আজ আপনার কাছে এসেছি।

হরিসাধন খুব ভাল করেছেন। কিন্তু আমার কাছে এসেছেন বলতে – না না, আমি জানি যে, আপনারা রীতিমত ডেডিকেশন নিয়েই পরিবেশ রক্ষার কাজ করেন। সকলের সাহায্য ছাড়া এমন একটা নন-প্রফিটিং অর্গানাইজেশন চালানো আজকের বাজারে খুব কঠিন কাজ। আমি যতটা পারব, নিশ্চয় আপনাদের সাহায্য করব।

পুলক না মাইতিবাবু, আমরা আপনার কাছে চাঁদা-টাঁদা চাইতে আসিনি।

হরিসাধন মরেচে, চাঁদার ব্যাপার নয় ? তাহলে –

পুলক আসলে আপনার সঙ্গে আমাদের একটা আলোচনা ছিল। অবশ্য যদি আপনি অনুমতি দেন।

হরিসাধন আলোচনা – আমার সঙ্গে ! মানে, ঠিক কী ব্যাপারে বলুন তো ? (তিনজন একটু ইতস্তত করে) আরে, বলুন – বলুন – যা বলার আছে, সকলের সামনেই নিঃসঙ্কোচে বলুন।

ইরাবতী না, বিষয়টা আপনার এই ফার্মহাউস নিয়েই।

হরিসাধন ফার্মহাউস নিয়ে – মানে, দেখুন ভাই, একটা কথা প্রথমেই বলে রাখি। এই জায়গাটা কিন্তু আমি পিকনিক স্পট হিসেবে ভাড়াটারা দিই না। ওসব ডিজে-ফিজের জগঝম্প আওয়াজও আমার একদম সহ্য হয় না। এরা নেহাত বাচ্চাদের নিয়ে একটা সামার ক্যাম্প করবে, তাই – ওহো, আপনাদের তো বলাই হয়নি। এরা কলকাতা থেকে এসেছে। কী যেন নামটা –

সুদীপ্ত গ্রীন আর্থ ইকো ক্লাব। স্কুল স্টুডেন্টদের মধ্যে নেচার সম্পর্কে অ্যাওয়ারনেস গড়ে তোলার কাজ করি। আমি সুদীপ্ত আর ও সৌমী। আমরা ওই ক্লাবের পক্ষ থেকেই এসেছি।

ইরাবতী তাই নাকি ! তাহলে তো আমরা বার্ডস্ অফ্ সেম ফেদার। আপনারা প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ রক্ষার কাজ করছেন, আর আমরা সেই প্রকৃতিকে মানুষের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতে চাইছি।

হরিসাধন না, সেসব ঠিক আছে – কিন্তু আপনারা হঠাৎ করে, দল বেঁধে এখানে চড়াও হলেন কেন ?

ইরাবতী প্লীজ – আমাদের ভুল বুঝবেন না মাইতিবাবু। দল বেঁধে এসেছি বটে, কিন্তু মোটেও আপনার ওপর চড়াও হতে চাইনি।

পুলক বলতে পারেন, আসলে আমরা আপনার কাছে একটা আর্জি জানাতে এসেছি।

হরিসাধন বেশ, তাহলে আগে আর্জিটাই না হয় পেশ করুন।

পুলক কীভাবে যে শুরু করি – আসলে আমাদের একটা অভিযোগ আছে এবং সেটা আপনার বিরুদ্ধেই।

সবাই একটু থমকে যায়। হরিসাধনবাবুও কিছুটা অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়েন।

হরিসাধন অভিযোগ ? আমার বিরুদ্ধে ? কিন্তু প্রকৃতি সুরক্ষা সংসদের সঙ্গে তো আমার কোন যোগাযোগই নেই।

পুলক তা নেই, কিন্তু এই সমস্যার সঙ্গে আপনিও পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েছেন।

হরিসাধন আমি আপনাদের কথার মাথামুণ্ডু কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।

ইরাবতী মাইতিবাবু, অভিযোগটা শুধু প্রকৃতি সুরক্ষা সংসদের পক্ষ থেকে নয়। এর মধ্যে আরও কিছু মানুষ আছে। দাঁড়ান, তাদেরও একজনকে ডাকছি – তাহলেই পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে।

পুলক (দ্রুত উইংসের কাছে গিয়ে হাঁক দেয়) এই – হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুই – তুই একবার এদিকে আয় তো –

বাইরের গুঞ্জন একটু স্তিমিত হয়। মঞ্চে আসে রঘু বেহেরা। রঙচঙা জামাপ্যান্ট পরা। মাথায় হ্যাট। তার হাতে একটা সচিত্র ইংরাজি বার্ডস্ গাইড বুক, গলায় ঝুলছে দামী বাইনোকুলার। রঘু মানভূমের আঞ্চলিক বাংলার সঙ্গে প্রচলিত বাংলা মিশিয়ে কথা বলে।

রঘু — নমস্তে বাবুজী।

হরিসাধন — আরে, তুই রঘু না ?

রঘু — হ' বাবুজী, মুর লাম রঘু বেহেরাই বট্যেক্।

রাতুল — রঘু বেহেরা ?

পুলক — হ্যাঁ। গ্রামের একদম শেষ প্রান্তে যে ছোট্ট আদিবাসী পল্লী আছে, ও সেখানকারই বাসিন্দা। ওদের গ্রামে সব মিলিয়ে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ ঘর লোকের বাস।

সৌমী — মাইতিবাবু, আপনি ওকে চেনেন নাকি ?

হরিসাধন — হ্যাঁ, চিনি তো। ওরা তো আমাদের গ্রামে, চাষের জমিতে, এমনকি এই ফার্মহাউসেও মুনিষ খাটতে আসে। ওদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে আমি ভালোমতই চিনি। কিন্তু ওদের অভিযোগটা কী ?

পুলক — সে কথা বলার জন্যেই ওকে ডেকে আনলাম। নাও রঘু, তুমি নিজেই তোমার কথা বলো।

রঘু — কী বলি – বলার তেমন কিছুই লাইন্ বাবুজী। মুদের বাপ-দাদারা সব খেতির কাম করে। আর আমরা বিশ-পঁচিশজন মরদ মিল্যে আকাশমণির ঝিলে গাইডের কাম করি বট্যেক্।

সৌমী — গাইড !

রঘু — হ', বার্ডস গাইড।

সুদীপ্ত — বার্ডস্ গাইড ? মানে, তোমরা ট্যুরিস্টদের পাখি দেখাতে নিয়ে যাও ?

রঘু — লিয্যস। একদম ঠিক কুথা বুইল্যেছেন বাবুজী। হামরা লৈকো কইরে ট্যুরিস্দের পাখি দিখাঁই।

সৌমী — আচ্ছা, সরকার কি তোমাদের লাইসেন্স দিয়েছে ? মানে, আমি জানতে চাইছি গভর্ণমেন্ট এই জায়গাটা ট্যুরিস্ট-স্পট হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে কি না। তোমাদের কি ট্যুরিস্ট গাইড ট্রেনিং-ফেনিং কিছু নেওয়া আছে ?

রঘু — না দিদিমণি, সি সব কিছো লাইন্। আসলে হামাদের গাঁওয়ে আগে সক্কলাই পাখি শিকার কইরত্যম্।

সৌমী — পাখি – শিকার করতে ?

রঘু — হ'। ফান্দ পেইত্যে, তীর মেইর‍্যে, জাল দিয়ে – পাখি শিকার কইরত্যম্। এই হাতে এক একজন দিনে শয়ে শয়ে পাখি মেইরেছি গ' !

রাতুল — সেকি, এত পাখি মেরে কী করতে ?

রঘু — পাখি মেইর‍্যে তার মাংস খেতাম, আর বেশিরভাগটাই বাজারে বেইচ্যে দিতাম। সিজনে ভালো দাম উইঠ্ত্য।

সৌমী — অদ্ভুত ব্যাপার ! তাহলে পাখি মারা বন্ধ করে এখন গাইড হতে গেলে কেন ?

রঘু — সি অনেক লম্বা গল্প বট্যেক্। হাপনারা সালিম আলির নাম জরুর শুনে থাইকব্যেন ?

সৌমী — হ্যাঁ, কেন শুনব না ? সালিম আলি মানে তো – বার্ডম্যান অফ্ ইন্ডিয়া ?

রঘু — হ' দিদিমুণি। উয়ার এক চেলা থাইক্ত্য উড়িষ্যার মঙ্গলাজোড়িতে। নন্দকিশোর ভুজবল। উ ইকবার আকাশমণি এইঁস্যেছিলেক্। হামাদের পাখি মারা দিখ্যে খুব কষ্ট পেইয়েছিল্যেক্ নন্দকিশোর। হামাদের বেহেরাটোলির ঘর ঘর যেইয়্যেঁ হাত জোড় কইর‍্যেঁ পাখি মাইরত্যেঁ মানা কইরত্য। বুইলত্যেক, অতিথ্ লারায়ণ বট্যেক্। উয়াদের মাইরত্যে লাইন। কিন্তুক্ কে শুনে কার কুথা ! গাঁওয়ের কেউ উয়াকে পসন্দ্ কইরত্যেক লাইন্। দূর দূর কইর‍্যে খেদাইয়েঁ দিত্যক্। কুনোভাবেই হামাদের সমঝাতে না পেইর‍্যেঁ বেহেরাটোলির মইধ্যে বইস্যে নন্দকিশোর ভুখ-হরতাল শুরু কইর‍্যে দিল্যেক্। বুইলত্যেক্, পাখি মারার পহেলে যেন উয়াকে খুন কইর‍্যেঁ দিই। মুরা ভি হাতজোড় কইর‍্যে বুইল্যেক্, পাখিমারা বন্ধ কইরল্যে মুরা খাব্য কী ? মুদের প্যাট্ চইলব্যে কী কইর‍্যে ? উ তখন বুদ্ধি দিল্যেক্, ইখেনে পচুর (প্রচুর) ট্যুরিস্ পাট্টি আস্যে। উয়ারা পাখি দেখ্যে কিন্তুক্ লামধাম জানে লা। তুয়ারা পাখি না মেইর‍্যে পাখি দিখানোর গাইডের কাম কর। পাখি ভি বাঁচবে, ঘরে রুপিয়া ভি আসবে। নন্দকিশোরই হামাদের পাখি চিনা শিখনাল্যেক, ইসব ইংলিশ গাইডবুক দিল্যেক্। ব্যস, সেই থিক্যে ইস্টাট্ (স্টার্ট)। গাঁওয়ের মরদগুলান এক এক কইর‍্যেঁ শিকারি থিক্যে গাইড বনে গেল। ইখন ইয়াই হামাদের রুজি-রোজগারের রাস্তা বট্যেক্।

সৌমী বাঃ, এ যেন দারুণ এক আখ্যানকাব্য গো রঘু। প্রবাদের ভাষা উলটে দিলে তোমরা ! ছিলে ভক্ষক, হয়ে গেলে রক্ষক।

রাতুল ইয়ে রঘু, তুমি কি ইংলিশ পড়তে জানো ? না মানে, পাখি দেখানোর জন্যে এই যে ইংলিশ গাইডবুক দেখছি – এটা ম্যানেজ করো কীভাবে ?

রঘু ছবি দেইখ্যে আর নন্দকিশোরের ঠেঁইয়ে নাম শুইন্যে। ই পাখিগুলান তো রেসিডেন্ (রেসিডেন্ট) হইয়েঁ গেছ্যেক্। ই গুলা বাদে শীতকালে আরও অনেক পাখি আসে বাবুজী। হামরা সব চিনি। সক্কলার নাম জানি।

হরিসাধন দেখ রঘু, এগুলো আমার কাছে কোন নতুন কথা নয়। তোরা আগে পাখি মারতিস – এখন নৌকো করে ট্যুরিস্টদের পাখি দেখাতে নিয়ে যাস – এ সবই আমার জানা। আমি শুধু জানতে চাইছি – আমার বিরুদ্ধে তোদের অভিযোগটা কী ?

ইরাবতী কিছু মনে করবেন না মাইতিবাবু, ক'দিন ধরেই কানাঘুষোয় আমাদের কানে একটা খবর আসছে। গ্রামের লোকজনও আমাদের কাছে রিপোর্টও করেছে। আমরা প্রথমটা বিষয়টাকে পাত্তাই দিই নি। কিন্তু আজ কাগজে বিজ্ঞাপনটা দেখার পর মনে হল, খবরটা তাহলে মিথ্যে নয়।

হরিসাধন বিজ্ঞাপন ! কীসের বিজ্ঞাপন ? আমাকে একটু পরিস্কার করে বলবেন সবটা ?

পুলক মাইতিবাবু, আপনি কি এই ফার্মহাউস বিক্রি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ?

কথাটা কানে যাওয়া মাত্রই সকলে চমকে ওঠে। এমনকি, মাইতিবাবুও কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে সকলের দিকে তাকান।

হরিসাধন ফার্মহাউস – বিক্রি করে দিচ্ছি ?

সৌমী কী বলছেন কি আপনারা ? মাইতিবাবু – এই ফার্মহাউসটা বিক্রি করে দিচ্ছেন ?

পুলক খবরের কাগজের এই বিজ্ঞাপনটা কিন্তু তাই বলছে।

হরিসাধন দাঁড়ান দাঁড়ান – এসব কী বলছেন আপনারা ! আমি কেন খামোখা ফার্মহাউস বিক্রি করে দিতে যাব ?

পুলক কেন করবেন, সেটা তো আমাদের জানা নেই। কিন্তু এই বিজ্ঞাপনটা একবার দেখুন – (ব্যাগ থেকে একটা খবরের কাগজ বের করে) তিনের পৃষ্ঠার নীচের ডানদিকের কোণায় আছে। ঝাঁ চকচকে ছবি – আর তার সঙ্গে কিছু লিটারেচার। আপনি নিজেই দেখুন –

খবরের কাগজটা মাইতিবাবুর দিকে বাড়িয়ে দেয়। বাকিরাও ঝুঁকে পড়ে।

হরিসাধন 'আপনার স্বপ্নের রঙীন ঠিকানা – 'আকাশমণি গোল্ড সিটি !! বাড়ির বাইরে, বাড়ি থেকে দূরে আরও একটা ছোট্ট বাসা' !!

সৌমী প্রায় অভদ্রের মতই কাগজটা মাইতিবাবুর হাত থেকে টেনে নেয়। ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়তে শুরু করে।

সৌমী অবসর বা অবকাশ – দুটোর কোনটাই আর এখন শুধুমাত্র টাইমপাস নয়। আকাশমণি দুহাত বাড়িয়ে আপনাকে পৌঁছে দেবে প্রকৃতির কোলে। ঘরের জানালা খুললেই কিংবা একবার সুদৃশ্য ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালেই আপনার চোখের সামনে উন্মুক্ত হয়ে যাবে দিগন্তপ্রসারী জলাভূমি। দূরে সবুজ অরণ্যের আদিম আহ্বান। রুফটপে স্কাইওয়াক, গার্ডেন আর ব্যাডমিন্টন কোর্ট' !!

পুলক দাঁড়ান ম্যাডাম, এখনো শেষ হয়নি। বিজ্ঞাপনের একদম তলার দিকে দেখুন খুদে খুদে অক্ষরে লেখা আছে, পুরো জমিটার একদিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকবে আট বা দশতলা কয়েকটা স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট আর বাকি অংশে ছড়িয়ে থাকবে একটা ঝাঁ-চকচকে হলিডে রিসর্ট।

হরিসাধন হলিডে রিসর্ট !!

সৌমী চমৎকার ! অ্যাডভ্যার্টাইজমেন্টটার মানে বুঝতে পারছেন – এই ফার্মহাউসটাকে নিয়ে গোল্ডমাইন গ্রুপ একটা সোনার খনি বানাতে চায়। বিনোদনের পশরা সাজিয়ে ওরা আমাদের মত সাধারণ, মধ্যবিত্ত মানুষের ভেতরের লোভের আগুনটাকে ক্রমশ উসকে দিতে চায়। ওরা লোভ দেখায় – আর আমরা লোভের ফাঁদে পা দিয়ে পতঙ্গের মত সেই আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

ইরাবতী এসবের মানে কী মাইতিবাবু ? এমন সুন্দর একটা ফার্মহাউস –

হরিসাধন বিশ্বাস করুন, আমি সত্যিই এ ব্যাপারে কিচ্ছু জানি না।

সকলে জানেন না !!

সৌমী ইনক্রেডিবল্ ! আপনার ফার্মহাউস বিক্রি হয়ে যাচ্ছে – আর আপনিই কিছু জানেন না ?

হরিসাধন না, জানিনা। কেননা, এটা আমাদের পারিবারিক সম্পত্তি হলেও বাবা চলে যাওয়ার পরপরই আমি একটা দানপত্র করে এই প্রপার্টিটা আমার গিন্নি চিত্রলেখা মাইতি আর ছেলে বিনয় মাইতির নামে ট্রান্সফার করে দিয়েছিলাম। তাই আইনত, ওরা দুজনই এখন এই ফার্ম হাউসের প্রোপ্রাইটর।

সৌমী তাহলে কি আমাদের ধরে নিতে হবে যে, আপনাকে না জানিয়েই ওরা এটা বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছে ?

হরিসাধন কী পাগলের মত কথা বলছেন ! বিক্রি করার আগে ওরা কি আমাকে কিচ্ছু জানাবে না ? আর তাছাড়া বিজ্ঞাপনটা ভাল করে পড়ে দেখুন – এখানে কোথাও কি এই ফার্মহাউসের কথা বলা আছে ?

পুলক না, তা নেই। কিন্তু আপনিও একবার যুক্তি দিয়ে ভেবে দেখুন – এই ফার্মহাউস ছাড়া আকাশমণি ঝিলের ধারে হলিডে রিসর্ট তৈরি করার আর কোন উপযুক্ত জায়গা আছে কি ? ঝিলের অন্য দিকগুলো ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের সম্পত্তি। একমাত্র এই জায়গাটাই –

হরিসাধন সত্যিই আমি কিছু বুঝতে পারছি না। দাঁড়ান তো, বিনয়ের সঙ্গে একবার কথা বলে দেখি –

পকেট থেকে সেলফোন বের করে। কিন্তু সৌমী বাধা দেয়।

সৌমী দাঁড়ান মাইতিবাবু, আপনার ফ্যামিলি ম্যাটারে আমরা কেউই নাক গলাতে চাইছি না। সেটা উচিতও নয়। ফার্মহাউসের জমি আপনার ছেলে আর স্ত্রী মিলে বিক্রি করে দিতেই পারেন। আমি বলি কি, এক্ষুণি ফোন করার দরকার নেই। আপনি বরং বাড়ি গিয়ে স্ত্রী-ছেলের সঙ্গে কথা বলুন।

রাতুল কিন্তু একটা জিনিস আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না। জমিটা তো এখনো বিক্রি হয়নি। গোল্ডমাইন গ্রুপ এখনো জমির পজেশনই নেয়নি। অথচ পেপারে অ্যাড্ পড়ে গেল !

সুদীপ্ত রাতুল, এটা ওদের পক্ষেই সম্ভব। গোল্ডমাইন গ্রুপ একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি – তাদের কিছু নিজস্ব বিজনেস স্ট্র্যাটেজিই তো থাকবেই। খোঁজ নিয়ে দেখ্ – হয়তো ইতিমধ্যেই ওনার ছেলের সঙ্গে জমি বিক্রির কথা পাকা হয়ে গেছে। রেজিস্ট্রির ডেটও ঠিক হয়ে যেতে পারে।

হরিসাধন দাঁড়াও দাঁড়াও, এসব কী বলছ তোমরা ? এত কিছু ঘটে গেল অথচ আমিই কিছু জানতে পারলাম না – না, আমাকে এক্ষুণিই বিনয়ের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

সৌমী সে না হয় আপনি এই জমির ব্যাপারে কথা বলবেন। কিন্তু সত্যিই যদি এখানে হলিডে রিসর্ট গড়ে ওঠে, তাহলে এই ঝিলটা – ঝিলটার কী হবে মাইতিবাবু ?

হরিসাধন সেটা আমি কী করে বলি বলো তো ? ঝিলটা তো আর আমার নয়।

সুদীপ্ত রাইট, ওটা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের সম্পত্তি। ঝিলটায় নিশ্চয় ওরা হাত দিতে পারবে না।

সৌমী আমি শুধুমাত্র ঝিলটার থাকা বা না থাকা নিয়ে ভাবছি না সুদীপ্ত। আমার দুশ্চিন্তা ওই পাখিগুলোকে নিয়ে। স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট – হলিডে রিসর্ট – শহুরে লোকের ভীড়, চিৎকার চেঁচামেচি – এত ডিস্টার্বেন্সের মধ্যে থাকতে এরা অভ্যস্ত নয়। থাকার মত পরিবেশই যদি না পায়, এতগুলো মাইগ্রেটরি বার্ডস্ তাহলে কোথায় যাবে ?

পুলক আপনি আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়েছেন ম্যাডাম। ঠিক এই কথাটা আমরাও বলতে চাইছি আর সেই কারণেই মাইতিবাবুর কাছে আসা। মাইতিবাবু, এই জলাভূমি আর ওই পাখিগুলোকে বাঁচানোর জন্যেই আমরা – না, শুধু আমরা কেন, আরও কিছু মানুষ –

রঘু (হরিসাধনকে) বাবুজী, ইখেনে বিল্ডিন্ (বিল্ডিং) হইয়েঁ গেইল্যে উ পাখিগুলান আর বাঁইচবেক লাইন্। উয়ারা আর ইখেনে থাইকত্যে পারব্যেক লাইন্। হামাদের রুজি-রোজগারে টান পইড়ব্যেক্। ইটো তু বন্ধ কর বাবুজী।

ইরাবতী মাইতিবাবু, আপনি নিজেই তো দেখছেন, এই জলাভূমি আমাদের এলাকার একটা অমূল্য সম্পদ। একবার সবুজের নির্জনতা ভঙ্গ হয়ে গেলে কি আর এই পাখিগুলো এই এলাকায় থাকতে পারবে, না থাকতে চাইবে ?

সৌমী পারবে না। কিছুতেই পারবে না। এরকমভাবেই ওরা বার বার এক বাসা থেকে আর এক বাসায় তাদের ঠিকানা বদলাতে থাকবে। সভ্য পৃথিবীর কিছু অসভ্য মানুষের বর্বরতার বিরুদ্ধে পাল্লা দিয়ে

কিছুদিন লড়াই করার চেষ্টা করবে। তারপর শেষমেশ পরাজয় স্বীকার করে প্রকৃতির বুক থেকে চিরদিনের মত বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

পুলক — মাইতিবাবু, আমরা কিন্তু আপনার কাছ থেকে কিছু শোনার অপেক্ষায় রয়েছি।

হরিসাধন — আঃ, কেন আমাকে বিরক্ত করছেন ? আমি তো বললাম, আমি এসবের কিছু জানি না।

ইরাবতী — সত্যিই কিছু করতে পারেন না আপনি ?

হরিসাধন — বিষয়টা একবার বোঝার চেষ্টা করুন – যদি ওরা সত্যিই ফার্মহাউসটা বিক্রি করে দেওয়ার কথা ভেবে থাকে, সেটা আমাকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখেই করা হয়েছে। তাই বিনয়ের সঙ্গে কথা না বলে আমি কিছুই করতে পারি না।

সবাই কী বলবে ভেবে পায় না। উদ্বিগ্নমুখে একে অপরের দিকে তাকিয়ে থাকে। এইসময় বিদিশা এসে দাঁড়ায়। কী ভেবে সে সৌমীকে গিয়ে জড়িয়ে ধরে। দুচোখে একরাশ প্রশ্ন নিয়ে সে সৌমীর দিকে তাকায়। সৌমী আপনমনে বলে চলে –

সৌমী — আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে কী দেখছিস রে বিদিশা ? যদি পারিস, পাখি আঁকা ছেড়ে এবার বরং রাক্ষসের ছবি আঁক। হ্যাঁ রে, মস্ত বড় একটা রাক্ষসের মুখ ! কী হল, বুঝতে পারছিস না এখানেও একটা রাক্ষসের দল হামলা করতে চাইছে ? বড় বড় দাঁত-নখ বের করে তারা আকাশমণির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে। এই ফার্মহাউস – এত পরিযায়ী পাখি – ঐ বিশাল জলাভূমি – সবকিছুর দখল নিতে চাইছে ওরা ! এইভাবে একের পর এক জলাভূমি দখল হয়ে যেতে থাকবে – কোথাও হোটেল হবে, কোথাও শপিং মল, আবার কোথাও বা জলাভূমির বুকের ওপর সারি সারি পিলার গেঁথে তৈরি হবে বিশাল উড়াল পুল ! আর আমরা শুধু বোকার মত ভাবতে থাকব – উন্নয়ন হচ্ছে – উন্নয়ন !!

সবাই স্তম্ভিত হয়ে সৌমীর দিকে তাকিয়ে থাকে। আলো নেভে। মধ্যান্তর।

দৃশ্যঃ ৪

গোল্ডমাইন গ্রুপের কলকাতার অফিস। শুক্রবারেরই বেলার দিক।
দৃশ্যটি ডাউনস্টেজের কোন একটি সুবিধাজনক অংশে ছোট্ট জোন-লাইটে অভিনীত হবে। আলো আসলে দেখা যায়, একটা সুদৃশ্য চেয়ারে বসে ফোনে কথা বলছে গোল্ডমাইন গ্রুপ অফ্ ইণ্ডাস্ট্রিজ-এর সি.এম.ও. বা চীফ মার্কেটিং অফিসার দেবরাজ সেন আর তার সামনে খুব স্মার্টলি দাঁড়িয়ে আছে তার পি.এ. বৈদেহী।

দেবরাজ — (ফোনে) না না, আমি কোন অজুহাত শুনতে চাই না। সব কাজে একটা করে অজুহাত খাড়া করাটা আপনাদের অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। - - - বললাম তো, এত টেন্ডার-ফেন্ডার কল করার ফর্ম্যালিটিজের মধ্যে না গিয়ে পুরনো সাপ্লায়ারদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলুন। মোদ্দা কথা হল, আমার অপটিম্যাল আউটপুট দরকার। সেটা যারা পারবে, তাদেরকেই কন্ট্র্যাক্টটা দিয়ে দিন। গট ইট ? - - - হ্যাঁ রাখুন। আর কী হল না হল, দু-ঘন্টার মধ্যে আমায় ফিডব্যাক দিন।

ফোন নামিয়ে রেখে বৈদেহীর দিকে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকায়।

বৈদেহী — গুড্ ইভিনিং স্যার। আমার মেইলটা পেয়েছিলেন ?

দেবরাজ — ওহ্, ঐ ব্লু-প্রিন্টটা তো – কী যেন জায়গাটার নাম – ওহ্ ইয়েস, আকাশমণি ! হ্যাঁ, পেয়েছি মেইলটা। অ্যাজ সাচ্ ব্লু-প্রিন্ট দেখে মন্দ লাগে নি। নট আ ব্যাড স্পট টু ডেভেলপ আ নিউ প্রোজেক্ট।

বৈদেহী — সামনাসামনি দেখলে আরও ভাল লাগবে আপনার। আমার তো দারুণ পছন্দ হয়েছে।

দেবরাজ — তোমার পছন্দ বা অপছন্দের কথা আমি জানতে চাইনি বৈদেহী। কাজ কতটুকু এগিয়েছে সেটা বলো।

বৈদেহী — ইয়ে – এখনো পর্যন্ত সবটাই আমাদের ফেভারে, স্যার। কথাবার্তা সব কম্প্লিট। পাব্লিসিটি সেকশন অলরেডি পেপারে অ্যাড দেওয়া শুরু করে দিয়েছে। শুধু দরদাম নিয়ে সামান্য একটু বারগেইনিং –

দেবরাজ — বুঝেছি। কিপ ইট আপ।

বৈদেহী বাট দ্য লোকেশন ইজ অসাম। বাজি রেখে বলতে পারি স্যার, লোকেশন আপনার পছন্দ হবেই। মেইন রোড থেকে জাস্ট হাফ্ আ কিলোমিটার। গ্রামের ঠিক পাশে অথচ গ্রামের মধ্যে নয়। কম করে কুড়ি থেকে পঁচিশ একর জমির ওপর একটা ফার্মহাউস –

দেবরাজ ফার্মহাউস ! তোমাদের কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে বৈদেহী ? ফার্মহাউস নিয়ে আমাদের কি হবে ?

বৈদেহী না, না – ফার্মহাউস বলছি বটে কিন্তু তেমন হাইফাই কিছু নয়। ওখানে সামান্য একটা অংশে কিছু চাষবাস হয় – এই ধরুন, তিন থেকে চার একরস্। তাও আবার ধান বা পাট চাষ নয়, জাস্ট সব্জি বাগান বলা যেতে পারে। বাকি অংশটা জুড়ে ওল্ড গথিক স্ট্রাকচারের বিশাল একটা জমিদারবাড়ি – অলমোস্ট অ্যাবান্ডান্ড। আর কয়েকটা সিজনাল ফলের গাছ। ফার্মহাউসের পাশেই একটা বিরাট বড় ঝিল।

দেবরাজ হুম্, ব্লু-প্রিন্ট দেখে যা বুঝছি – অনেকখানিই ফাঁকা ল্যাণ্ড পাওয়া যাবে।

বৈদেহী অফ্ কোর্স। সবচে' বড় অ্যাডভান্টেজ হল – এতখানি জমি অথচ কোন শরিকের ঝামেলা নেই। একটাই ফ্যামিলি। জাস্ট হাজব্যাণ্ড-ওয়াইফ আর একমাত্র ছেলে। লোকটা পুরো প্রপার্টিটাই বৌ আর ছেলের নামে লিখে দিয়েছে।

দেবরাজ আচ্ছা, যে ঝিলটার কথা বলছো, সেটা জমি থেকে কতটা দূরে ?

বৈদেহী দূরে কি বলছেন স্যার ! ফার্মহাউসের জাস্ট গা ঘেঁষেই যেন শুয়ে আছে ঝিলটা। ঝিলের ওপারে ঘন জঙ্গল। চোখ তুলে সামনে তাকালেই কালো কুচকুচে ঝিলের জল। আশেপাশের গাছগাছালির ছায়া পড়েছে সেই জলে – চারপাশে নানা পাখির ডাক – সব মিলিয়ে একটা অসাম ল্যান্ডস্কেপ – (হঠাৎ লক্ষ্য করে দেবরাজ তার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে) কী হল স্যার – এনিথিং রঙ ?

দেবরাজ উঁ – নো। নট অ্যাট অল। আসলে আমি ভাবছিলাম, তুমি কর্পোরেট সেক্টরে আসার আগে কবি ছিলে বুঝি ? কবিতা-টবিতা লিখতে কখনো ?

বৈদেহী (একটু ঘাবড়ে যায়) নো স্যার – না তো। কেন স্যার, হঠৎ এই প্রশ্ন ?

দেবরাজ না, তোমার ডেসক্রিপশন শুনে তাই মনে হল। হ্যাঁ, বলে যাও। শুনতে ভালই লাগছিল।

বৈদেহী সরি স্যার, বলতে গিয়ে হঠাৎ একটু ফ্লো এসে গিয়েছিল। তাই হয়তো একটু ইমোশোন্যাল হয়ে – কিন্তু স্যার, একটা কথা এখনো আপনাকে জানানো হয়নি। ঐ ঝিলটা কিন্তু ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের প্রপার্টি।

দেবরাজ সো হোয়াট ? দরকার পড়লে ঝিলটা গভর্ণমেন্টের কাছ থেকে লীজ নিয়ে নেব। প্রবলেম সল্ভড।

বৈদেহী থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। অ্যাক্চুয়্যালি – আমরা তো আমাদের মত করে যতটুকু দেখার দেখে নিয়েছি। এবার আপনি নিজে একবার দেখে নিয়ে –

দেবরাজ আমাকে তো একবার যেতেই হবে। শোন বৈদেহী, আমি আজ রাতের ফ্লাইটে একবার দিল্লী যাচ্ছি। কাল সন্ধেবেলা ফিরব। ফিরে এসে আমি তোমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করব, রাইট ?

বৈদেহী রাইট স্যার। তাহলে কি স্যার পরশুদিন – আই মীন, রবিবার আমরা একবার ওখানে যেতে পারি ?

দেবরাজ হুম – না পারার তো কিছু দেখছি না। ওয়েল, প্রেফারাব্লি সানডে মর্ণিং আমরা বেরুচ্ছি।

বৈদেহী থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।

দেবরাজ তাহলে এখনো দাঁড়িয়ে আছো কেন ? যাও – বাকি কাজগুলো কম্প্লীট করে ফেলো।

বৈদেহী ও.কে. স্যার।

দেবরাজ সেন চেয়ার ছেড়ে উঠে চলে যায়। বৈদেহী সেদিকে তাকিয়ে একটা তৃপ্তির হাসি হাসে। গুন্গুন্ করে দু-এক কলি গানও গেয়ে ফেলে।

বৈদেহী যতই আমাকে ইগ্নোর করুন স্যার, একদিন আমি প্রমাণ করেই ছাড়বো, আপনারা আমাকে যতটা বুদ্ধু ভাবেন, ততটা বুদ্ধু আমি নই। চল্ বৈদেহী – পরশু সকালেই তোকে আকাশমণি গ্রামে ছুটতে হবে। তার মধ্যে সব কাজ গুছিয়ে না রাখলে – চল্ চল্ --

ব্যস্ত হয়ে বৈদেহী হাঁটা লাগায়। আলো নেভে।

দৃশ্যঃ ৫

ফার্মহাউস। শনিবারের সকাল।

ফার্মহাউস এখন অদ্ভুতরকমের নিস্তব্ধ। মঞ্চের একটা দিক ঘেঁষে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে সৌমী, রাতুল, বিদিশা, আর সুদীপ্ত। অন্যদিকে পরেশকে সঙ্গে নিয়ে মাইতিবাবুর ছেলে বিনয়। সে রাতুলেরই বয়সী গ্রাম্য তরুণ, কিন্তু তার পোশাক বা চালচলন শহুরে আদবকায়দাঘেঁষা। চালচলনেও শহুরে হয়ে ওঠার ছাপ সুস্পষ্ট।

বিনয় — আমি কিন্তু সত্যিই বুঝতে পারছি না, ফার্মহাউস বিক্রির ব্যাপারে আপনাদের আপত্তিটা কোথায় ! একে তো জায়গাটা গ্রাম থেকে বেশ কিছুটা দূরে। আশেপাশে লোকবসতি নেই। তার ওপর, এখান থেকে ইদানীং আমাদের আয় বলতেও তেমন কিছুই নেই। মেন রোড থেকে এতটাই ভিতরদিকে যে, অন্য কোন ব্যবসার কাজেও লাগানো যাচ্ছে না। তাই সবদিক ভেবেচিন্তে আমি –

সৌমী — যদিও এটা আপনাদের একান্ত পারিবারিক ব্যাপার, তার মধ্যে হয়তো নাক গলানো ঠিক নয় – তবুও জিজ্ঞেস না করে পারছি না – ব্যাবসার কাজে লাগানো যাচ্ছে না বলেই এটা বিক্রি করে দিতে হবে ?

বিনয় — না, ঠিক সেরকম নয়। দেখুন, বাবার তো বয়স হয়েছে। আমাকেই তো এবার সবকিছু দেখাশোনা করতে হবে। তাও ধরুন, এখনো আমার সংসারপাতি হয়নি। বিয়েফিয়ের পর তো খরচাপাতি আরও বেড়ে যাবে। দিনকাল যা পড়েছে – তাই সময় থাকতে থাকতে ফ্যামিলির ব্যবসাটাকে ঢেলে সাজাতে চাইছি – একটু অন্যরকমভাবে।

রাতুল — অন্যরকম বলতে ?

বিনয় — অন্যরকম বলতে – একটু মডার্ণ স্টাইলে আর কী। সোজাসুজিই বলি, বাবার ওই সাবেকি আমলের মুদি-কাম-স্টেশনারি দোকানের কারবারে আমার তেমন একটা পোষাচ্ছে না। ওই কারবারে হয়তো টাকা আছে, কিন্তু কোন গ্ল্যামার নেই। অনেকদিন ধরে বাবাকে সে কথা আমি বলেও আসছি। কিন্তু বাবা আমার কথায় কবে আর পাত্তা দিয়েছে ! (সবাই নিশ্চুপ হয়ে থাকে। বিনয় সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে নেয়। কারো মুখেই কোন প্রতিক্রিয়া না দেখে আবার শুরু করে) হাইওয়ের ধারে আমাদের বিঘেদুয়েক নাবাল জমি পড়ে আছে। বোরোচাষ ছাড়া আর তেমন কিছুই হয় না। ওই প্লটটায় আমি একটা পেট্রোলপাম্প চালু করতে চাইছি। পেট্রোলপাম্প – তার সঙ্গে রোডসাইড ধাবা-কাম-বার, কোল্ডড্রিংকস্ কাউন্টার – যেমনটা সব জায়গায় থাকে।

রাতুল — হ্যাঁ, সে না হয় হলো। কিন্তু তার জন্য এই ফার্মহাউসটা –

বিনয় — উপায় নেই। সব মিলিয়ে অনেকগুলো টাকার ধাক্কা। একসঙ্গে অতগুলো টাকা ঘর থেকে বের করে দিতে বাবা কখনোই রাজি হবে না। তাই –

সৌমী — তাই বাধ্য হয়ে ফার্মহাউসের জমিটাই বেচে দিচ্ছেন। বাঃ – চমৎকার সমাধান।

বিনয় — ঠাট্টা করছেন ?

সৌমী — একদমই নয়। বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করছি। আচ্ছা, আপনি তো চাইলেই ব্যাঙ্ক লোন পেতে পারেন।

বিনয় — আমি পাব কি না জানি না। বাবা চাইলে পেতে পারে। কিন্তু আমার ব্যবসার জন্যে বাবা লোন করুক, এটাও আমি চাই না।

রাতুল — না, বলছিলাম – ফার্মহাউস বিক্রিটা বাদ দিয়ে অন্যভাবে যদি টাকার ব্যবস্থা করতে পারতেন –

বিনয় — (এবার একটু বিরক্ত হয়। সামান্য চড়াগলায় বলে ওঠে) আচ্ছা, আপনারা ঠিক কী বলতে চাইছেন বলুন তো ?

বিনয়ের গলাটা সামান্য চড়াই হয়েছিল। ওর কথার শেষ হতে না হতেই একঝাঁক পাখি একসঙ্গে ডেকে ওঠে। সৌমী সেই ডাক লক্ষ্য করে ঝিলের ধারে যায়।

সৌমী — ওই দেখুন বিনয় – আকাশমণির ঝিলের এই পাখিগুলো এই গ্রামের সম্পদ। একবার বোঝার চেষ্টা করুন, এখানে হলিডে রিসর্ট গড়ে উঠলে এরা আর এখানে থাকতে পারবে না।

বিনয় — হ্যাঁ, আমি শুনেছি, আপনি – মানে, আপনারা ওই পাখিগুলোর ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব চিন্তিত।

সৌমী — শুধু পাখি নয়, আমরা এই ঝিলটার ভবিষ্যত নিয়েও চিন্তিত।

বিনয় — শুনুন, এইসব ঝিল-ফিল নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। ওটা যেহেতু ফরেস্টের সম্পত্তি –

সুদীপ্ত কিন্তু ওই ঝিলেই যে পাখিগুলো থাকে।

বিনয় তাতে আমার কী ?

রাতুল পাখিদের নিয়ে আপনার কোন মাথাব্যথা নেই ?

বিনয় পাখিদের নিয়ে – (হেসে ফেলে) ওদের নিয়ে ভাবার সময় কোথায় আমার ? তার জন্যে আপনারাই তো রয়েছেন।

সৌমী হ্যাঁ, আমরা রয়েছি। আমরা রয়েছি বলেই এই অনৈতিক কাজটা বন্ধ করতে চাইছি।

বিনয় অনৈতিক কাজ ! কী যা তা বলছেন ?

সৌমী যা তা বলছি ? হ্যাঁ, আমার কথা আপনার কাছে অবান্তর মনে হতেই পারে। কী বলব, আপনি-আমি তো সাধারণ মানুষ, দক্ষিণ ভারতের বেঙ্গালুরুতে সবচেয়ে বেশি সংগঠন পরিবেশ সংরক্ষণের কাজ করে। একসময় জায়গাটা বিখ্যাত ছিল জলাভূমির জন্য। ছোটবড় মিলিয়ে দুশোটার বেশি জলাভূমি ছিল ওখানে। আর এখন পঞ্চাশটাও নেই। একটু বর্ষা হলেই গোটা শহর জলে ডুবে যাচ্ছে। সকলের চোখের ওপর দিয়ে জলাভূমি বুজিয়ে রাস্তা আর বাড়ি তৈরি হয়ে গেছে। ইকোলজি নিয়ে ক'জনই বা আর মাথা ঘামায় বলুন। বিশ্ব পরিবেশ দিবসে জলাভূমির পাশেই বিশাল আয়োজন করে সেমিনার হয়, মিছিল হয়, প্রভাতফেরি হয় – তারপর জোর খাওয়া-দাওয়ার শেষে থার্মোকলের থালাবাটি সেই জলাভূমিতেই ফেলা হয়। কলকাতায় আমরা নিজের চোখেই দেখেছি।

বিনয় (এবার একটু বিরক্ত হয়) ও ম্যাডাম, একটু বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে কথা বলুন। ওসব জলাভূমি-ফুমি নিয়ে আমি কিছু করিনি। আমি জাস্ট আমার নিজের জমি বেচতে চাইছি। জমি বেচা কোন অনৈতিক কাজের মধ্যে পড়ে না। সামান্য দুচ্চারটে পাখির জন্যে ব্যবসা বন্ধ করে দিলে আমার চলবে কিভাবে ? দুবেলা পাখি দেখে তো আর পেট ভরবে না। যাকগে, পরেশকাকুর কাছে শুনলাম আপনারা আমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছেন, তাই এসেছিলাম। জানতাম না যে, আপনারা আমার জমি বেচা নিয়ে এত ফ্যাকড়া তুলবেন। একটা কথা জেনে রাখুন, জমিটা আমাদের এবং আমাদের নিজেদের প্রয়োজনেই সে জমি আমরা বিক্রি করছি। সুতরাং তা নিয়ে কাউকে কোন কৈফিয়ৎ দেওয়ার দায় আমাদের নেই।

সৌমী আপনার কাছে কৈফিয়ত চাই নি বিনয়। শুধু জানতে চেয়েছিলাম, সত্যিই কি বিকল্প কোন ব্যবস্থা করা যায় না ?

বিনয় বলতে পারব না। সেরকম কিছু ভাবিনি। আর কেনই বা ভাবতে যাবো বলুন তো ? আমি তো আর সারা পৃথিবীর পশুপাখি বাঁচানোর ঠেকা নিয়ে রাখিনি। আমাদের জমি বিক্রির কারণে যদি কিছু পাখি এখানে থাকা বন্ধ করে দেয়, তাতে আমার বা আপনার কারো কোন ক্ষতি হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু জমিটা বিক্রি করতে না পারলে যে আমার স্বপ্নের বারোটা বেজে যাবে। তাই আমি রিকোয়েস্ট করছি – প্লীজ, এ ব্যাপারে আমাকে আর কোন প্রশ্ন করবেন না।

সৌমী ঠিকই তো। একদম বাস্তব কথা বলেছেন আপনি। এর পরে আর কোন প্রশ্ন করাই উচিত নয়। সত্যিই তো, যে কাজে আমার কোন ব্যক্তিগত ক্ষতি হচ্ছে না – সে কাজ না করার কী আছে ? দেশের অবাধ গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোয় খোদ প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত নিজের সুবিধামত নোটবন্দী থেকে শুরু করে পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধিসংক্রান্ত যে কোন আইন প্রণয়ন করতেই পারেন, কারণ এতে তার ব্যক্তিগত ক্ষতি হয় না। শিল্পপতিরা অবাধে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়াতেই পারেন, কেননা এতে তাদের কোন ব্যক্তিগত ক্ষতি হয় না। একজন চাষী তার জমির ফসলে যথেচ্ছ পরিমাণে পেস্টিসাইডস্ বা ইনসেক্টিসাইডস্ ছড়িয়ে চাষ করতেই পারে, কারণ এতে তার ব্যক্তিগত কোন ক্ষতি হয় না। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য আইন আছে, কিন্তু সে আইন যে মানতেই হবে, এমন মাথার দিব্যি কে দিয়েছে ? চোরাশিকারির দল নির্বিচারে পশুপাখি মারছে। সভ্যতা আর উন্নয়নের দোহাই দিয়ে গোটা পৃথিবীটার দখলদারি নিয়ে রেখেছে মানুষ নামের জীবেরা। সেখানে অন্য প্রাণীরা মরলো কি বাঁচলো তাতে আমাদের মত সাধারণ মানুষের কী যায় আসে বলুন ?

বিনয় কী আশ্চর্য, আপনি এসব কথা আমাকে শোনাচ্ছেন কেন ? এসবের জন্যে আমি একাই দোষী নাকি ? হুঁ, এমন একটা ভাব করছেন যেন সারা দুনিয়ার পোকামাকড় আর পশুপাখি আমি একাই মেরে শেষ করে দিচ্ছি।

সৌমী না। আপনি দোষী হতে যাবেন কেন ? আপনি তো আইন মেনেই সবকিছু করছেন। আইনের ভাষা, তার ফাঁক-ফোকরের সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচই তো আপনার কাছে শেষকথা। দুঃখের কথা কী জানেন, আইন এত কিছু ভাবলেও ইকোলজি নিয়ে তেমন কিছু ভাবে না। গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর সমস্যা নিয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জে

শীর্ষবৈঠক হয়, ধনতান্ত্রিক দেশগুলো পরিবেশ বাঁচানোর শপথ নিয়ে পাতার পর পাতা রেজোলিউশনের খসড়া বানায়, তারপর বৈঠক মিটে গেলে সবাই সবকিছু বেমালুম ভুলে যায়। গোটা পৃথিবীটাই যেখানে গ্রীন হাউস এফেক্টের শিকার, সেখানে আকাশমণির মত ছোট্ট একটা গ্রামে সামান্য একটা ঝিলের পরিযায়ী পাখিরা মরলো, কি বাঁচলো – তাতে কার কী এসে যায় বলুন ?

বিনয় এই যে – শুনুন, শুনুন – আপনার সঙ্গে এতক্ষণ যথেষ্ট ভদ্র ব্যবহার করেছি। অনেক ধৈর্য নিয়ে আপনার বকবকানি শুনেছি। আর নিতে পারছি না। আপনার যা যা বলার ছিল বলেছেন। এবার আমি আসি। পরেশদা, চলো –

বিনয় চলে যায়। ওরা সবাই স্থবির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আলো নেভে।

দৃশ্যঃ ৬

গোল্ডমাইন গ্রুপের কলকাতার অফিস। শনিবারের সন্ধে।
পূর্বোক্ত ডাউন-স্টেজের ছোট্ট জোন-এ আলো আসে। দেখা যায়, বেশ হাসি হাসি মুখে দেবরাজ তার সেলফোনে কারো সঙ্গে কথা বলতে বলতে মঞ্চে আসছে।

দেবরাজ আরে না না – এত বড় কন্‌সার্ণের সব সেকশনের কাজ কি আর আমার একার পক্ষে দেখাশোনা করা সম্ভব ? - - - হ্যাঁ, পাব্‌লিসিটির বিষয়টা পুরোটাই আমাদের বিজ্ঞাপন বিভাগের দায়িত্বে আছে। যা করার ওরাই করে। আমি শুধু দরকারমত টুকটাক দু-একটা সাজেশন দিয়ে থাকি। - - - হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি। আমাকেও এর মধ্যে কয়েকজন ফোন করে জানিয়েছে, অ্যাড্‌টা তাদের বেশ ভাল লেগেছে। - - - দূর, তুইও যেমন, এক্ষুণি বুকিং শুরু হওয়ার প্রশ্নই নেই। আগে কন্‌স্ট্রাকশনের কাজ শেষ হোক। তারপর না হয় - - - ও.কে. বাবা, তুই মাঝে মাঝে ট্র্যাক রাখিস। আই মাস্ট ইন্‌ফর্ম ইউ অ্যাট দ্য রাইট টাইম। - - - গুড্ ডে। (ফোন অফ করে) হুম্। প্রোজেক্টটা ইতিমধ্যেই বেশ সাড়া ফেলে দিয়েছে। তা না হলে এই কয়েকঘন্টার মধ্যেই এতগুলো ফোন পেতাম না। বৈদেহী –

বৈদেহী আসে। হাতে ফাইল।

বৈদেহী গুড্ ইভিনিং স্যার !

দেবরাজ আকাশমণি প্রোজেক্টের লেটেস্ট ডেভেলপমেন্ট কী হল ?

বৈদেহী আমাদের দিক থেকে আমরা রেডি স্যার। (হাতের ফাইল খুলে) এই যে – হরিসাধন মাইতির স্ত্রী মিসেস চিত্রলেখা মাইতি আর সন বিনয় মাইতি – দুজনের নামে দুটো সেপারেট চেক রেডি করে রেখেছি। এগ্রিমেন্ট ডীড সাইন করা হলেই তাদের হাতে তুলে দেব।

দেবরাজ গুড জব।

বৈদেহী এই যে স্যার – এই ফাইলে রয়েছে প্রত্যেকটা চেকের ফটোকপি, চেকের রিসিটবুক আর এই যে স্যার – জমি কেনার এগ্রিমেন্ট ডীড, আই মীন, কি বলে যেন – ওহ্ ইয়েস, বায়নানামা।

দেবরাজ স্প্লেনডিড ! বাংলা ভাষায় তোমার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে দেখছি। ঠিক আছে, ওগুলো আপাতত তোমার কাস্টডিতেই থাক। আমাদের শিডিউল যেমন ছিল, তেমনই থাকবে। আগামীকাল রোববার। হাতে তেমন কোন বড় কাজ নেই। তাই কালকেই একবার স্পটটা নিজে ঘুরে দেখে আসব। তুমিও আমার সঙ্গে যাবে, রাইট ? কথাবার্তা সব পাকা হয়ে গেলে এগ্রিমেন্ট ডীড সাইন করিয়ে হাতে হাতে চেক দিয়ে আসব।

বৈদেহী গট ইট স্যার। ইয়ে – স্যার, একটা কথা কথা –

দেবরাজ হ্যাঁ, বলো।

বৈদেহী বলছিলাম, পেপারের অ্যাড্‌টা কিন্তু আমার দারুণ লেগেছে। শুধু একটা ব্যাপার – (দেবরাজ চোখ কুঁচকে তাকায়) না, মানে – আমার শুধু বারবার মনে হচ্ছিল, ছবিতে মডেল স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্টের যে প্রিন্টটা দেওয়া আছে না, সেটার কোথাও যেন একটা কিছু কম কম লাগছে।

দেবরাজ কম কম লাগছে – মানে ?

বৈদেহী — না, মানে ছবির মধ্যে যদি দুটো-একটা ক্যারেক্টার থাকত, তাহলে বোধহয় – ধরুন, ওখানে সাততলার ওপর – একটা ব্যালকনিতে দেখানো যেত যে, হোয়াইট কুর্তি আর ডীপ-ব্লু লেগিংস্ পরা একটা ইয়াং মেয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে দুটো হাত দুপাশে ছড়িয়ে দিয়ে এক্সাইটমেন্ট – আই মীন, উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছে। তাহলে মনে হয় অ্যাড্‌টা আরও অ্যাট্রাকটিভ হত।

দেবরাজ — ইজ ইট ?

বৈদেহী — ইয়েস স্যার। টু বী ফ্র্যাঙ্ক – মার্কেটিং সেকশনের আপত্তি না থাকলে আমি নিজেই মডেল হয়ে শটটা দিতে পারতাম।

দেবরাজ — বৈদেহী, আগে তুমি ঠিক করো তুমি এগ্‌জ্যাক্টলি কি হতে চাও। গোল্ডমাইন গ্রুপের মত কর্পোরেট কোম্পানীর এক্সিকিউটিভ, না একটা দু-পয়সার মডেল ?

বৈদেহী — সরি স্যার ?

দেবরাজ — বাংলায় বলছি – বুঝতে পারছো না ? তুমি পারচেজ সেকশনের স্টাফ। বিজ্ঞাপনের পাতা নিয়ে মাথা ঘামানোর দায়িত্ব তোমাকে কেউ দেয় নি। ডোন্‌ট টক রাবিশ। তোমাকে যে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, জাস্ট সেটা ক্যারি আউট করো – উইথ ফুল রেসপনসিবিলিটি। গট ইট ?

বৈদেহী — ইয়েস স্যার। আই – আ'য়্যাম এক্সট্রিমলি সরি স্যার।

দেবরাজ — ইউ শুড্ বী। ইন ফিউচার, এইরকম লুজ টক করার আগে দুবার ভাববে। (বৈদেহীর মুখ অপমানে নত হয়ে যায়। দুচোখ ছলছল করে ওঠে। সেটা লক্ষ্য করে দেবরাজ হঠাৎ তার খুব কাছে যায়। ইচ্ছাকৃতভাবে একটু বেশী ঘনিষ্ঠ হয়ে তার পিঠে হাত রাখে) বৈদেহী, তুমি পারচেজ ডিভিশনের ওয়ান অফ্ দ্য কম্‌পিটেন্ট জুনিয়র এগ্‌জিকিউটিভস্। তার চেয়েও বড় কথা, তুমি দেবরাজ সেনের কাছের লোক। যদি মডেল সাজার একান্তই ইচ্ছা থাকে – ও.কে., আই'ল প্রোভাইড ইউ দি অপরচুনিটি।

বৈদেহী — (সংশয়ের চোখে) আই – আই কুড নট গট ইউ স্যার। অপরচুনিটি মীন্‌স –

দেবরাজ — আমি তোমাকে মডেল সাজার সুযোগ দেব। চলো, কোন একটা ছুটির দিন দেখে দুজনে মিলে লং-ড্রাইভে চলে যাই মান্দারমণি কিংবা ডায়মণ্ড হারবার। একটা নামী-দামী রিসর্টে ঘর বুক করি। সেখানে আমার সামনে – শুধু আমার সামনে তুমি যত খুশি মডেল সাজো। অ্যান্ড আই মাস্ট এনজয় ইট।

একটা অর্থপূর্ণ হাসি ছড়িয়ে যায় দেবরাজের মুখে। বৈদেহী নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। আলো নেভে।

দৃশ্যঃ ৭

ফার্মহাউস। শনিবারের সন্ধ্যা।

থমথমে মুখে সুদীপ্ত, রাতুল, ইরাবতী আর পুলক বসে আছে। একদিকে কাঁচুমাচু মুখে পরেশ দাঁড়িয়ে আছে। শুধু সৌমী তার ল্যাপটপ নিয়ে একমনে কি যেন খুঁজে চলেছে।

পরেশ — বিশ্বাস করুন, ফার্মহাউসটা এভাবে বিক্রি হয়ে যাক – এটা আমরা কেউ চাই না। এটা থেকে গ্রামের অন্তত বিশ-পঁচিশ মানুষের তো অন্নসংস্থান হয়। আমি না হয় দাদার অন্যান্য বিজনেস দেখাশোনা করি। তাই আমার হয়তো খুব একটা প্রবলেম হবে না। কিন্তু ঐ কেয়ারটেকার ভট্টদা, সিকিউরিটি গার্ড ভুবনদা আর ইয়াসিনভাই – তাছাড়া আরও আট-দশজন চাষী বা মুনিষ যারা জমিতে কাজ করে, মালপত্র আনা-নেওয়ার জন্যে দু-তিনটে পার্মানেন্ট ভ্যানওলা আছে – একজন ইলেক্ট্রিশিয়ান, একজন প্লাম্বার – এরা সকলেই তো বেকার হয়ে পড়বে।

পুলক — এই কথাগুলো মাইতিবাবুকে বোঝাতে পারছ না ?

পরেশ — বুঝিয়েছি। অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু দাদাও কিছুটা নিরুপায়। জমিটা তো দানপত্র করা হয়েই গেছে। আর বিনয় কেমন ছেলে, সেটা তো নিজের চোখেই দেখলেন। তাছাড়া গোল্ডমাইন কোম্পানির সঙ্গে প্রায় সব কথা পাকা হয়ে গেছে।

রাতুল — পাকা কথা হয়ে গেছে ?

পরেশ — হ্যাঁ, তাই তো মনে হল। এই তো, একটু আগেই ওরা ফোন করেছিল, কাল সকালে এগ্রিমেন্ট ডীড সাইন করাতে আসেব। হয়তো দু-এক সপ্তার মধ্যে রেজিস্ট্রিও হয়ে যাবে। এই অবস্থায় কি ওদের ফিরিয়ে দেওয়া যাবে ?

রাতুল আচ্ছা, মাইতিবাবু এ ব্যাপারে কী বলছেন ?

পরেশ কী আর বলবেন ? আইনত তাঁর কিছুই বলার নেই। হয়তো সেই লজ্জাতেই তিনি আর এদিকে আসতে চাইছেন না।

সুদীপ্ত বুঝতে পারছি পরেশ। মাইতিবাবুকে এ ব্যাপারে দোষারোপ করা যায় না। আসলে এমন একটা পরিস্থিতি – আমরা নিজেরাও তো বেশ কিছুটা পাজ্‌লড্‌। এমনকি, সামনের সপ্তাহে সামার ক্যাম্পটা আদৌ এখানে করা যাবে কি না সেটাও বুঝতে পারছি না –

সৌমী সামার ক্যাম্প ! সুদীপ্ত, তুই এখনো সামার ক্যাম্প নিয়ে পড়ে আছিস ?

সুদীপ্ত কি আশ্চর্য – ওটার জন্যেই তো এখানে আসা।

সৌমী জমিটা বিক্রি হয়ে গেলেও এবারের মত সামার ক্যাম্প অর্গানাইজ করা হয়তো আটকে যাবে না। কিন্তু তারপর ?

সুদীপ্ত সব বুঝতে পারছি। কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় বলতে কিছুই নেই।

সৌমী আচ্ছা ইরাবতী, আপনারা যে এতদিন ধরে এই জলাভূমি আর ঐ পরিযায়ী পাখিগুলোকে বাঁচানোর এত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন – কখনো গভর্ণমেন্টের কাছে এ ব্যাপারে কোন অ্যাপিল করেন নি ?

ইরাবতী করেছি তো। গভর্ণমেন্টের কাছে প্রপোজাল দিয়েছিলাম, এই ঝিল আর তার অ্যাডজাসেন্ট অঞ্চলটাকে নিয়ে একটা বার্ড স্যাংচুয়্যারি গড়ে তোলা হোক যাতে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট পুরো বিষয়টা দেখভাল করতে পারে। কিন্তু কোন ফল হয়নি।

সৌমী কেন, সমস্যাটা কোথায় ?

ইরাবতী দেখুন, ন্যাশনাল ওয়েট্‌সল্যাণ্ড অথরিটি তাদের নোটিফিকেশনে পরিষ্কার জানিয়েছে – সমতলভূমি অঞ্চলের কোন জলাশয়কে জলাভূমির আওতায় আনতে গেলে সেটার এরিয়া হতে হবে মিনিমাম পাঁচশ হেক্টর। দুর্ভাগ্যবশত, আকাশমণির এই ঝিলের মাপ তার চেয়ে অনেক কম। তাই হয়তো এটাকে শুধুমাত্র একটা ঝিল হিসেবেই ধরা হয় আর সেই কারণেই সরকারী তরফেও এর দিকে কোন নজর দেওয়া হয় না।

সুদীপ্ত তাহলে তো সত্যিই মুশকিল। ঝিলটাকে যদি একটা স্বীকৃত জলাভূমি হিসেবেই ভাবা না হয়, বার্ড স্যাংচুয়্যারিই বা হবে কোন্‌ যুক্তিতে।

ইরাবতী আমরা অবশ্য তার পরেও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। জলাভূমি সংরক্ষণ আইনে কোন অ্যামেণ্ডমেন্ট আনা যায় কি না – তা নিয়েও সরকারের কাছে দরবার করেছি।

সৌমী আচ্ছা, যে কোন জলাশয় সংরক্ষণের ক্ষেত্রে 'বাফার জোন' বলে তো একটা ব্যাপার আছে না ? খোদ আমেরিকার মেডফোর্ডের জলাভূমি সুরক্ষা আইন বলছে – এই যে, গুগ্‌লের এই সাইটটায় দেখুন – (ল্যাপটপের স্ক্রীনটা ঘুরিয়ে দেয়) – 'যে কোন জলাশয়ের একশো মিটার পাল্লার মধ্যে কোনরকম কন্‌স্ট্রাকশনের কাজ করা যাবে না শুধুমাত্র নৌকো চলাচলের জন্য জেটি তৈরি করা ছাড়া' –

পুলক ওটা আমেরিকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য – আমাদের দেশের জন্য নয়। সেন্ট্রাল ওয়েটস্‌ল্যাণ্ড অথরিটির বাফার জোন-এর পাল্লাটা পঞ্চাশ মিটার। কিন্তু সেটাও কোন স্বীকৃত জলাভূমির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এরকম ছোটখাটো ঝিলের জন্য নয়।

রাতুল আচ্ছা, কোথায় যেন পড়েছিলাম – ইণ্ডিয়ার সবকটা জলাভূমির স্যাটেলাইট ম্যাপিং করা হচ্ছে – সে ব্যাপারটা কী ?

সৌমী শুধু ইণ্ডিয়ার নয় সুদীপ্ত। সারা পৃথিবীর জলাভূমিগুলোকে সংরক্ষণ করার লক্ষ্য নিয়ে ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইরানের রামসার শহরে একটা আন্তর্জাতিক কনভেনশন হয়েছিল। একুশটা রাষ্ট্র যোগ দিয়েছিল সেই কনভেনশনে। তার মধ্যে একটা দেশ ছিল আমাদের ভারত। সেই কনভেনশনে খুব স্পষ্টভাষায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, সারা পৃথিবীর জলাভূমিগুলোকে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে 'রামসার সাইটস্‌' হিসেবে চিহ্নিত করে সংরক্ষণ করা হবে।

ইরাবতী ইউ আর রাইট ম্যাডাম। সেখানেই প্রথম শ্লোগান তোলা হয়েছিল – 'ওয়েটস্‌ল্যাণ্ডস আর কিডনীজ অফ্‌ ল্যাণ্ডস্কেপ'। সেই শ্লোগানে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরাও এক সময় বলেছি – 'জলাভূমি প্রকৃতির উজ্জীবন'।

সৌমী ঐ বলাটুকুই সার। কাজের কাজ হয়নি কিছুই। আজ রামসার জলাভূমি সংরক্ষণ সমিতির সদস্য দেশের সংখ্যা ১৬১। আমাদের ধন-ধান্য-পুষ্পভরা ভারতও অন্যতম একটি সিগনেটরি সদস্যদেশ। কিন্তু আমাদের উদ্যোগ কোথায় ? ঐটুকু ছোট রাষ্ট্র ইংল্যাণ্ড যেখানে ইতিমধ্যে ১৬৮টা জলাশয়কে

'রামসার সাইটস্'-এর আওতায় এনে সংরক্ষণের কাজ শুরু করে দিয়েছে, সেখানে ভারতে আমরা মাত্র ৬টা জলাশয়কে কোনরকমে ম্যাপিং করতে পেরেছি। শুনলে অবাক হবি সুদীপ্ত, গোটা পশ্চিমবঙ্গে মাত্র একটা জলাভূমিকেই এর আওতায় আনা হয়েছে। আর সেটা হল আমাদের পূর্ব-কলকাতার ধাপার জলাভূমিটা। তাও তো এখন দেখি, সেখানেও আইনি-বেআইনি নানা কন্‌স্ট্রাকশনের কাজ হয়ে চলেছে। বাকিগুলোর হাল যে কী হবে, কেউ জানে না।

ইরাবতী — শুধু ওয়েস্ট বেঙ্গলেই নয় ম্যাডাম, সারা দেশজুড়ে অন্তত কয়েক হাজার জলাশয় অবহেলিত অবস্থায় পড়ে আছে। সেখানে এই ছোট্ট ঝিলটার দিকে কে আর নজর দেবে ?

সৌমী — কিন্তু এখানে সমস্যাটা শুধুমাত্র ঝিলটা নিয়ে নয়। এতগুলো পরিযায়ী পাখির অস্তিত্ব রক্ষার সংকট এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। এদের কথা সরকার একবারও ভাববে না ?

পুলক — ভাবা উচিত। কেননা, রামসার কনভেনশনে ওয়াইল্ড লাইফ সংরক্ষণের কথাও বলা হয়েছিল। বার্ডলাইফ ইন্টারন্যাশনাল জানিয়েছে, জলাভূমির অস্তিত্ব ছাড়া প্রায় ১৪৬টি প্রজাতির পরিযায়ী পাখির বেঁচে থাকা অসম্ভব।

ইরাবতী — আমরা ঠিক এই জায়গাটা পয়েন্ট আউট করে ঝিলটাকে সরকারের নজরে আনার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তাতেও কোন লাভ হয়নি। দুঃখটা কোথায় জানেন, পরিবেশবিদ্ বা বিজ্ঞানীদের সতর্কবার্তায় রাজনীতিবিদেরা কখনোই সাড়া দিতে চান না। সুদীপ্তবাবু, আপনি নিজেও তো একটা ইকো ক্লাবের কর্মকর্তা। এই বিষয়টা আপনার অন্তত অজানা থাকার কথা নয়।

সৌমী — এত কিছু জানার পর তোর কী মনে হয় সুদীপ্ত, এই ফার্মহাউস বিক্রি হওয়াটা বন্ধ করার দরকার নেই ?

সুদীপ্ত — মাথা গরম করিস না সৌমী। প্রথমত আমরা এখানে বাইরের লোক। বাচ্চাদের নিয়ে জাস্ট একটা সামার ক্যাম্প করতে চাইছি। দ্বিতীয়ত, যাঁর আশ্রয়ে এসে উঠেছি, তিনিই ঘটনাচক্রে বিষয়টার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। এই অবস্থায় আমাদের মতামতের কোন দাম আছে কি ?

পুলক — কথাটা আপনি বলতে পারলেন সুদীপ্তবাবু ! আপনি 'গ্রীন আর্থ ইকো ক্লাব'-এর সেক্রেটারী। ছোট ছোট বাচ্চাদের নেচার স্টাডি করান – তাদের প্রকৃতির কাছে থাকতে শেখান – তাদের সবুজ পৃথিবীর স্বপ্ন জাগিয়ে তোলেন। অথচ আপনিই বলছেন কি না –

ইরাবতী — তার মানে, আমাদের কি এটাই ধরে নিতে হবে যে, এ সবকিছুই আপনাদের শৌখীন সমাজসেবা ?

সুদীপ্ত — মাইণ্ড ইয়োর ল্যাঙ্গোয়েজ ম্যাডাম ! আপনি ডাইরেক্টলি আমাদের কাজকে আপমান করছেন। এসব ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর কাজে আমরা নেই।

রাতুল — আঃ, সুদীপ্তদা – প্লীজ –

সুদীপ্ত — না না, যেটা সত্যি সেটাই বলেছি।

পুলক — বাঃ ! চমৎকার। আমি ভেবেছিলাম, আপনারা অন্তত সমস্যাটা অন্তর থেকে বুঝবেন। কিন্তু তার বদলে আপনি – না, আমি সত্যিই দুঃখিত। আমার সোজা-সাপটা মন্তব্যটা আপনার ইগোতে এতটা ধাক্কা মারবে জানলে আপনাদের কাছে সাহায্য চাইতে আসতাম না।

সুদীপ্ত — সরি পুলকবাবু, আমাদেরও হাত-পা বাঁধা। তাই আপনাকে সাহায্য করতে পারছি না।

পুলক — সাহায্য – করবেন না ?

ইরাবতী — ম্যাডাম, আপনিও কি সুদীপ্তবাবুর মত –

সুদীপ্ত — ম্যাডামকে আলাদাভাবে কিছু জিজ্ঞেস করার নেই। উনি এ ব্যাপারে কোন মতামত দেবেন না। অ্যাজ দ্য সেক্রেটারি অফ গ্রীন আর্থ ইকো ক্লাব, আমি আপনাদের বলছি – আমরা এসব ঝুটঝামেলার মধ্যে নেই।

পুলক — আপনি প্লীজ আর একবার ভেবে দেখুন –

সুদীপ্ত — (হাতজোড় করে) সরি – উই কুইট। আপনারা – আপনারা প্লীজ এখন আসুন।

রাতুল সুদীপ্তকে বাধা দিতে গিয়ে বলার মত কিছু খুঁজে পায় না। পুলক আর ইরাবতী মাথা নিচু করে চলে যায়। সৌমী রাগে ফুঁসতে থাকে। পরেশ অত্যন্ত অপ্রস্তুত অবস্থার মধ্যে পড়েছে। সেও এবার সুদীপ্তর সামনে এসে দাঁড়ায়। ঠিক এই সময় পায়ে পায়ে বিদিশা এসে চুপচাপ মঞ্চের একদিকে দাঁড়ায়। সৌমী সুদীপ্তর সামনে এসে দাঁড়ায়।

সৌমী — এটা তুই কী করলি সুদীপ্ত ! ওঁদের এভাবে তাড়িয়ে দিলি ?

সুদীপ্ত ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখ সৌমী, এছাড়া আমাদের আর কোন উপায় ছিল না। আমরা কোনভাবেই ওঁদের সাহায্য করতে পারতাম না।

সৌমী সাহায্য করতে পারতাম না মানে ? সব কিছু দেখেশুনেও চোখ বন্ধ করে থাকব ? এমন একটা অন্যায়ের বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করব না ?

সুদীপ্ত কাদের নিয়ে প্রতিবাদ করবি তুই ? কাদের পাশে পাবি ? এখানে কে আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে ?

সৌমী কেন, প্রকৃতি সুরক্ষা সংসদের মেম্বাররা রয়েছেন। তাঁরা আমাদের সকলকে সঙ্গে নিয়ে এর বিরুদ্ধে জনমত তৈরির চেষ্টা করবেন।

পরেশ না – তুমি বুঝতে পারছ না সৌমীদি, পুলকবাবুদের উদ্যোগ খুবই মহৎ। কিন্তু তাঁদের ক্ষমতা যথেষ্টই সীমিত। এই প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে বসে অতবড় একটা কোম্পানীর এগেইন্‌স্টে লড়তে গেলে ওদের পাশে সাধারণ মানুষের সাপোর্ট চাই।

সুদীপ্ত শুধু সাধারণ মানুষ নয় পরেশ। প্রথমত, অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের হেল্‌প চাই। লোকাল থানা-পুলিশ থেকে শুরু করে পঞ্চায়েতের সমর্থন চাই। মিডিয়ার সাপোর্ট চাই। আনফরচুনেলি, সেগুলোর কোনটাই এখানে পাওয়া যাবে না। না, না – এসব পাগলামীর মধ্যে আমাদের জড়িয়ে পড়াটা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

সৌমী পাগলামী ! এটাকে তোর পাগলামী মনে হচ্ছে ? সারা পৃথিবীর পরিবেশবিজ্ঞানীদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে যে সমস্যা – তেমন একটা বিষয়কে তোর পাগলামী মনে হচ্ছে ?

সুদীপ্ত ভুল করছিস সৌমী। জলাভূমি সংরক্ষণের বিষয়কে আমি মোটেও পাগলামী বলিনি। কিন্তু এখানে – পুঁচকে ডেভিডের মত, শুধু একটা গুলতি সম্বল করে বিশাল চেহারার গোলিয়াথের বিরুদ্ধে লড়তে যাওয়াটা পাগলামী ছাড়া আর কিছুই নয়।

সৌমী আবার ভুল বললি সুদীপ্ত। দ্য ওল্ড টেস্টামেন্ট বলছে, পুঁচকে ডেভিড কিন্তু আলটিমেটলি গোলিয়াথকে ধরাশায়ী করেছিল।

সুদীপ্ত সেটা গল্পকথা। আর আমদের বর্তমান লাইফ একটা কঠোর রিয়েলিটি। ফ্যান্টাসির দুনিয়া থেকে বেরিয়ে এসে একবার ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখ – এই মুহূর্তে আমাদের সোশ্যাল স্ট্যাণ্ডটা কোথায়। আন্দোলন-ফান্দোলন করে আজকাল আর কিস্যু হয় না। ফালতু একটা ভিলেজ পলিটিক্‌স-এর মধ্যে জড়িয়ে পড়ব। মাঝখান থেকে আমাদের ক্লাবের বদনাম হয়ে যাবে। আর কলকাতায় যদি একবার খবরটা পৌঁছে যায়, বাচ্চাগুলোর বাবা-মায়েরা প্যানিকড্ হয়ে পড়বে। শেষমেশ আমাদের ক্লাবটাই উঠে যাবে। না, এ ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্তই শেষ কথা।

সৌমী এটাই যদি তোর যুক্তি হয়, তাহলে আমি বলব – এতদিন ধরে ছোট ছোট বাচ্চাদের নেচার সম্পর্কে যে শিক্ষা আমরা দিয়ে এসেছি, আজ নিতান্ত প্রয়োজনের মুহূর্তে সেই শিক্ষার একবিন্দুও কি আমরা নিজেরা কাজে লাগাব না ?

সুদীপ্ত জানিনা। তোর এ প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে নেই। কিন্তু ইকো ক্লাবের ক্ষতি হয়, এমন কোন সিদ্ধান্ত আমি নিতে পারব না।

সুদীপ্ত মাথা নীচু করে থাকে। কোন উত্তর দেয় না। সৌমী একটা শ্বাস ফেলে সিদ্ধান্ত নেয়।

সৌমী বেশ, কারো সাহায্য দরকার নেই। তুই আর রাতুল কাল কলকাতায় ফিরে যা।

সুদীপ্ত আমরা ফিরে যাব ! আর তুই ?

সৌমী (বিদিশার কাছে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে) আমি বিদিশাকে সঙ্গে নিয়ে পুলকবাবুদের পাশেই আছি। প্রকৃতি সুরক্ষা সংসদের সঙ্গে থেকে আমি এই লড়াইটা লড়ব সুদীপ্ত।

সুদীপ্ত হোয়াট ননসেন্স সৌমী ! তুই – তুই সত্যি সত্যিই – !!

সৌমী হ্যাঁ। কাল সকালে আমিও ফার্মহাউস ছেড়ে দিচ্ছি। গতকাল বাজারের দিকে একটা লজ দেখেছিলাম। আপাতত ওখানে গিয়েই উঠব। ওই জলাভূমি আর সেখানে থাকা পরিযায়ী পাখিগুলোকে বাঁচানোই এখন আমার একমাত্র লক্ষ্য। তার জন্য যতদিন প্রয়োজন হয়, ওঁদের পাশে থেকে লড়াই চালিয়ে যাব।

সুদীপ্ত এ-এসব তুই কি বলছিস সৌমী !

সৌমী যথেষ্ট ভেবেচিন্তেই বলেছি কথাটা।

সুদীপ্ত না, তুই যথেষ্ট ভেবেচিন্তে কথাটা বলছিস না। এবার তো আমারও মনে হচ্ছে, বিষয়টা নিয়ে অহেতুক তুই পাগলামি করছিস।

সৌমী ঠিক বলেছিস সুদীপ্ত। অহেতুক পাগলামিই বটে। পরিযায়ী পাখির দল পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গেলে সত্যিই আমাদের মত মানুষের কিচ্ছু যাবে আসবে না। ডোডো পাখির প্রজাতি কবেই তো শেষ হয়ে গেছে। আমাদের ছোটবেলাতেও যেসব পাখি আমরা চারপাশে দেখতে পেতাম, তার অনেকগুলোই আজ আর দেখতে পাই না। তাতেও আমাদের কোন ক্ষতি হয়নি। তারপরেও এদের বাঁচানোর জন্য কেন এমন পাগলামি করছি জানিস সুদীপ্ত ? এইরকম পাগলামি করতে গিয়েই একবার আমি হেরে গেছি। দ্বিতীয়বার আর হারতে চাই না।

এ কথায় সুদীপ্ত একটু থমকে যায়। সৌমীর কাছে এসে দাঁড়ায়।

সুদীপ্ত দ্বিতীয়বার ! দ্বিতীয়বার মানে ?

সৌমী হ্যাঁ সুদীপ্ত, দ্বিতীয়বার। সোনারপুরে – আমার বাপের বাড়িতে – বাস্তুভিটের ঠিক পাশেই আজ থেকে মাত্র দশবছর আগে ঠিক এরকমই – না, এর থেকে অনেক ছোট একটা ঝিল ছিল – আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি। শীতের শুরুতেই সেখানে দল বেঁধে বেড়াতে আসত একঝাঁক শামুকখোল পাখি। ছোট্টবেলা থেলেই সেই ঝিল, তার চারপাশের গাছপালা আর শামুকখোল পাখির ঝাঁক দেখতে দেখতে বড় হয়েছিলাম। ওদের সঙ্গে কোথাও যেন আমার জীবনটাও জড়িয়ে গিয়েছিল। ঠিক সেইসময় আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল এক দেবতুল্য মানুষের। হ্যাঁ, তখন অবশ্য মানুষটাকে দেবতুল্য বলেই মনে হয়েছিল। তার প্রেমে পড়লাম। বিয়েও হয়ে গেল। বিয়ের তিনমাস পরেই সেই মানুষ তার আসল চেহারা নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। জানলাম, আমাকে বিয়ে করার পেছনে তার একমাত্র উদ্দ্যেশ্য ছিল আমাদের ঝিলটার দখল নেওয়া। প্রতিবাদ করেছিলাম। লাভ হয়নি। ঝিলটা হাতে পাওয়ার পরই সে আমাদের পরিবারের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে গেল। সেই সুন্দর ঝিলের জায়গায় এখন একটা বিশাল হাউজিং কলোনী গড়ে উঠেছে। সেদিনের লড়াইটা শেষপর্যন্ত আমি লড়তে পারিনি বলে চোখের সামনে থেকে আমার ছোটবেলাটাই হারিয়ে গেছে। আকাশমণির মাটিতে সেই ছোটবেলাটাই যেন আমি ফিরে পেয়েছিলাম। আর সেটা হারিয়ে ফেলতে চাই না আমি।

চোখের জল সামলাতে সামলাতে সৌমী বেরিয়ে যায়। সুদীপ্ত স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বিদিশা সৌমীর পিছন পিছন ছুটে বেরিয়ে যায়। রাতুলও উইংস পর্যন্ত দৌড়ে যায়, কিন্তু সৌমী দাঁড়ায় না। রাতুল উইংসের কাছ পর্যন্ত গিয়ে সুদীপ্তর দিকে ঘুরে তাকায়।

রাতুল সুদীপ্তদা – এর পরও তুমি চুপ করে থাকবে ? তুমি কি সত্যিই চাও যে, সৌমীদি আবার হেরে যাক ? আর কেউ তাকে না বুঝুক, তুমি তো বোঝো। তুমি তার পাশে দাঁড়াবে না ?

এরা স্তব্ধ হয়ে থাকে। চূড়ান্ত দোটনার মুহূর্ত। নেপথ্যে কোথাও যেন অনেক বাচ্চার সমবেত কণ্ঠে লাউডস্পীকারে বেজে ওঠে – 'গম্ কা বাদল যো ছায়ে / তো হম মুস্কুরাতে রহে / অপনে আঁখো মে আশায়োঁ কে দীপ জ্বলাতে রহে / আজ বিগ্ড়ে তো কল ফির বনে / আজ রুঠে তো কল ফির মানে / ওয়ক্ত্ ভি য্যায়সে ইক মিত হ্যায় / জিন্দেগি কি এহি রীত হ্যায় / জিন্দেগি কি এহি রীত হ্যায় / হার কে বাদ হী জিত হ্যায়' - - - (ছবি - মিঃ ইণ্ডিয়া/ চিলড্রেন কোরাস)। সুদীপ্ত আপনমনে পায়চারি করতে থাকে আর রাতুল হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আলো নেভে।

দৃশ্যঃ ৮

ফার্মহাউস। পরদিন অর্থাৎ রবিবার সকালবেলার দিক।
আলো আসলে দেখা যায়, সৌমী বিদিশার হাত ধরে একটা ট্রলিব্যাগ টানতে টানতে মঞ্চে আসে। বেরিয়েই যাচ্ছিল, কিন্তু তার যাওয়ার পথ আড়াল করে তার সামনে এসে দাঁড়ায় সুদীপ্ত।

সুদীপ্ত খুব রেগে আছিস আমার ওপর, তাই না ?

সৌমী রাগ – না, রাগ করিনি। কেউ আঘাত করলে এখন আর আমার রাগ হয় না। বরং মনের ভেতর নতুন করে সেই আঘাতের বদলা নেওয়ার জেদ তৈরি হয়। তুই নিরাপদে থাকার কথা ভেবেছিস, আর আমি ঝুঁকি নেব বলে রাস্তায় নামতে চাইছি। এখানে এসেছিলাম একটা পথ ধরে। দুটো আলাদা পথে যে যার মত ফিরে যাব। একজনকে বিশ্বাস করে ঠকেছিলাম। ভেবেছিলাম, তোর বেলায় অন্তত সেটা হবে না। কিন্তু তুইও শেষপর্যন্ত – সর্, পথ ছাড়।

আবার গমনোদ্যত। বিদিশার উপস্থিতিতেই যাবতীয় সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে সৌমীর হাতটা ধরে ফেলে সুদীপ্ত। সৌমী নিরুত্তাপ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকায়। সুদীপ্তর চোখে আকুতি।

সুদীপ্ত সৌমী, বেসিক্যালি আমি খুব সাধারণ মানুষ। বলা যায়, ভুল-ত্রুটি, ভাল-মন্দ, সাদা-কালো – সব মিলিয়ে একজন ধূসর মানুষ। আমাদের দৃষ্টিও বোধহয় সবসময় ততটা স্বচ্ছ থাকে না।

সৌমী (ব্যঙ্গের হাসি হেসে) হাতটা ছাড়। (সুদীপ্ত হাত ছেড়ে দেয়) ড্যামেজ কন্ট্রোল করতে চাইছিস ?

সুদীপ্ত না, কাল তোর সঙ্গে যে ব্যবহারটা করেছি, তার পর নিজের তরফে বলার মত আর কিছুই থাকে না।

সৌমী তাহলে হঠাৎ এখন এত ভাল ভাল কথা বলে কী প্রমাণ করতে চাইছিস ?

সুদীপ্ত প্রমাণ করার মতও কিছু নেই আমার। কিন্তু কাল তুই ওইভাবে চলে যাওয়ার পর যখন রাতুল হঠাৎ করে বলে উঠেছিল, সুদীপ্তদা – সৌমীদি আবার হেরে যাবে ? তোমরা কেউ এসে তার পাশে দাঁড়াবে না ? তখনই যেন মাথার মধ্যে হঠাৎ করে যেন একটা বিদ্যুতের রেখা চিড়িক্ করে জ্বলে উঠল। কেন জানি না হঠাৎ মনে হল, সত্যিই তো, আমরা তো শুধু নিজেদের নিয়েই ভেবেছি। অন্যের কথা একবারও তো ভাবিনি।

সৌমী সুদীপ্ত, মানুষ তার বুদ্ধি আর ক্ষমতা দিয়ে অনেক কিছু আবিষ্কার করতে পারে। গায়ের জোরে অনেক কিছু দখল করতে পারে। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও এই রকম আর একটা প্রকৃতি তৈরি করতে পারে না। আর যা আমরা নির্মাণ করতে পারি না – তাকে বিনষ্ট করার কোন অধিকার আমাদের নেই।

সুদীপ্ত কালকে কি বলেছি, প্লীজ মনে রাখিস না। বিশ্বাস কর, কাল সারারাত আমি দুচোখের পাতা এক করতে পারিনি।

সৌমী তোর বলা শেষ হয়েছে ? পথ ছাড়। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

গমনোদ্যত। কিন্তু সুদীপ্ত আবার ওর সামনে এসে দাঁড়ায়।

সুদীপ্ত প্লীজ সৌমী, এক্ষুণি ডিসিশন নিয়ে ফেলিস না। আমার কথাগুলো আর একবার ভেবে দেখ –

সৌমী আমার আর কিচ্ছু ভাবার নেই। প্লীজ, এবার আমাদের যেতে দে –

ঠিক এইসময় হঠাৎ নেপথ্যে প্রথমে রাতুলের কণ্ঠস্বর – 'সৌমীদি – সৌমীদি' –। পরে ইরাবতী আর পুলকের কণ্ঠস্বর – 'ম্যাডাম – ম্যাডাম' – এরা কথা থামিয়ে সেদিকে তাকায়। হাঁফাতে হাঁফাতে তিনজন প্রায় দৌড়ে আসে। সৌমীকে দেখে ওরা সকলে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে।

ইরাবতী (সৌমীকে) এই তো – আপনি তাহলে এখনো চলে যান নি।

পুলক যাক, আমরা ঠিক সময়েই এসে পড়েছি।

সৌমী একি, আপনারা – এত সকালে – আবার এখানে কী করতে এলেন ? রাতুল, তুইই বা ওদের সঙ্গে কেন ?

সুদীপ্ত রাতুলকে আমিই পাঠিয়েছিলাম ওদের ডেকে আনতে।

সৌমী তুই পাঠিয়েছিলি !

সুদীপ্ত কী করব, ওদের কারো ফোন নম্বর সেভ করা ছিল না। তাই ভোরবেলা রাতুলকে বললাম –

সৌমী কিন্তু কেন ? তুই তো নিজেই কাল কুইট করেছিলি।

সুদীপ্ত বিশ্বাস কর সৌমী, আমিও মনে প্রাণে চাই এখানে হলিডে রিসর্ট তৈরি বন্ধ হোক। কাল তুই রাগ করে ঘরে চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ বসে ভাবলাম। তারপর মনে হল, সত্যিই যদি জনমত গঠন করতে হয়, তাহলে প্রথমত আমাদের খুঁজে বের করতে হবে যে, ঠিক এই ধরণের কোন উদ্যোগ এর আগেও

পশ্চিমবঙ্গে নেওয়া হয়েছে কি না আর হয়ে থাকলে তার ডিটেইলস্ রিপোর্ট নিয়ে সেই অনুযায়ী এখানেও কিছু করা যায় কি না। তার পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়া আর প্রিন্ট মিডিয়ার সাহায্যও ভীষণ দরকার। রাতে গুগ্‌ল সার্চ করতে করতে হঠাৎই চোখে পড়ল শুভাশিসবাবুর নামটা।

সৌমী শুভাশিসবাবু !

সুদীপ্ত (পুলক আর ইরাবতীকে) চিত্তরঞ্জনের শুভাশিস ব্যানার্জীকে নিশ্চয় আপনারা চেনেন ?

ইরাবতী চিনি বৈকি। খুব ভালো করে চিনি। যে লড়াইটা আমরা লড়ব বলে স্থির করেছি, গত চার-পাঁচ বছর ধরে শুভাশিস ব্যানার্জী আর চিত্তরঞ্জন লোকোমেটিভ-এর আরও বারোজন ইঞ্জিনিয়ার মিলে সেই একই লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

সৌমী একই লড়াই ?

পুলক ইয়েস ম্যাডাম, একই লড়াই। কেমন লড়াই জানেন, চিত্তরঞ্জন লোকোমেটিভ কোম্পানীর ওয়ার্কশপের মধ্যে যে বিশাল চারটে লেক আছে, তাতে প্রতিবছর শীতকালে প্রায় সাত থেকে আট হাজার পরিযায়ী পাখি আসে। ক্যান ইউ ইম্যাজিন – প্রায় ১৬০টা প্রজাতির জলাভূমির পাখি প্রতিবছর ওখানে আড্ডা গাড়ে !

সৌমী কিন্তু বার্ড স্যাংচুয়্যারি হিসেবে চিত্তরঞ্জনের নাম কখনো শোনা যায়নি তো।

পুলক কি করে শোনা যাবে ? সেখানেও ঐ একই আইনী সমস্যা। অন্ততপক্ষে দশহাজার পরিযায়ী পাখি না থাকলে কোন জলাভূমি এলাকাকে বার্ড স্যাংচুয়্যারি হিসাবে ঘোষণা করা যায় না। আর এটা নিয়েই শুভাশিসবাবুরা লড়ে যাচ্ছেন।

সুদীপ্ত ততক্ষণে ফোনে শুভাশিস ব্যানার্জীকে ধরার চেষ্টা করে চলেছে। এবার সে লাইনটা পেয়ে যায়।

সুদীপ্ত এই তো, রিং হচ্ছে। দাঁড়া, স্পিকার অন্ করে দিচ্ছি।

ফোনের স্পিকার অন্ করে। ফোনের রিং শোনা যায়। তারপরই অপরপ্রান্তে শুভাশিসবাবুর গলা শোনা যায়। প্রয়োজনে অন্য একটা একটা জোন-এ তাকে দেখানোও যায়।

শুভাশিস(ফোনে) হ্যালো –

সুদীপ্ত শুভাশিসবাবু বলছেন ?

শুভাশিস(ফোনে) বলছি।

সুদীপ্ত আমি সুদীপ্ত কুন্ডু। কাল রাতে আকাশমণির ঝিলের ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কথা হয়েছিল –

শুভাশিস(ফোনে) হ্যাঁ হ্যাঁ, চিনতে পেরেছি। আপনারা তো ওখানে কোন্ একটা ফার্মহাউসে সামার ক্যাম্পের জন্য রেইকি করতে এসেছেন।

সুদীপ্ত ঠিক ধরেছেন। আমি আসলে এই মুহূর্তে আমাদের ইকো ক্লাবের আরও কিছু সদস্যের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের সঙ্গে আকাশমণি প্রকৃতি সুরক্ষা সংসদের মেম্বাররাও রয়েছেন।

শুভাশিস(ফোনে) বাঃ, খুব ভালো হয়েছে। তাহলে একসঙ্গে সকলকেই জানিয়ে রাখি – কাল রাতে আপনার ফোন পাওয়ার পর আমি বালুরঘাটেও যোগাযোগ করেছিলাম। ওখানে আঙিনা বলে একটা গ্রাম আছে জানেন তো ?

সুদীপ্ত (একটু ইতস্তত করে) জানি, মানে – কালকেই আমাদের ইকো ক্লাবের একজন মেম্বারের কাছে নামটা শুনেছি। তারপর গুগ্‌ল সার্চ করেও দেখলাম।

ইরাবতী (একটু চেঁচিয়ে) শুভাশিসবাবু, আমি প্রকৃতি সুরক্ষা সংসদের পক্ষ থেকে ইরাবতী বলছি। আমরা শুধু আঙিনার পক্ষীনিবাসের কথা নয়, আপনার নাম আর চিত্তরঞ্জন লোকোমেটিভের অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারদের লড়াইয়ের খবরটাও জানি।

শুভাশিস(ফোনে) তাহলে তো ভালোই হল। আমাকে বিশদে আর ব্যাখ্যা করে সব কিছু বোঝাতে হবে না। শুনুন, আপনাদের সবাইকেই বলছি – বালুরঘাটের বিশ্বজিত – মানে, 'আঙিনা বার্ডস্ অ্যান্ড এনভায়রোনমেন্ট প্রোটেকশন সমিতি'-র প্রেসিডেন্ট বিশ্বজিত বসাকের সঙ্গে কাল রাতেই আমার কথা হয়েছে। ওদের লড়াইটাও তো দিনের পর দিন কঠিন হয়ে আসছে। পাখির সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। মাঝে মাঝে অনেক পাখির বাসার ভারে গাছের ডাল ভেঙে পড়ে যাচ্ছে, গ্রামবাসীরা প্রাণপণ চেষ্টা করে পাখিগুলোকে

বাঁচিয়ে রাখছেন, অথচ সরকারের তরফে তাদের দেখভাল বা প্রয়োজনীয় খাবার যোগানোর তেমন কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। এই অবস্থায় ওরা আরও মানুষকে পাশে চাইছে। ওরাও বারবার বলছে, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে সারা বাংলায় ছড়িয়ে থাকা এই রকম জায়গাগুলো বার্ড স্যাংচুয়ারি হিসেবে ঘোষণা করে সরকারের পক্ষ থেকে অধিগ্রহণ করা হোক।

সুদীপ্ত আর আপনাকে ওই ফার্মহাউসটা বিক্রি হয়ে যাওয়ার যে ব্যাপারটা বলেছিলাম –

শুভাশিস(ফোনে) হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটাও আমার মাথায় আছে। পাখিদের বাঁচাতে গেলে কিছুতেই জলাভূমির মৌলিক চরিত্র বদল করা চলবে না। জলাভূমি বা পাখিদের প্রোটেকশন দিতে গেলে ওই ফার্মহাউসের মধ্যে কোনরকম কন্‌স্ট্রাকশনের কাজ করা যাবে না। দরকার হলে মালিককে বোঝাতে হবে যে, প্রকৃতির নির্জনতা বজায় না থাকলে পাখিদের বাঁচানো যাবে না। আর পাখিরা না বাঁচলে ইকোসিস্টেম বিপন্ন হবে। ইকোসিস্টেম বিপন্ন হলে পৃথিবীর অন্য প্রাণীদের অস্তিত্বও বিপন্ন হয়ে পড়বে। আর অন্য প্রাণীরাই যদি বেঁচে না থাকে, মানুষ বাঁচবে কী ভাবে ? শুনুন, প্রকৃতি সংরক্ষণের উদ্দেশ্য নিয়ে যাঁরাই কাজ করবেন – আমি বা আমাদের অন্য ইঞ্জিনিয়াররা তাঁদের পাশে আছি। দরকার পড়লে আমরা দল বেঁধে নিজেরা ওখানে যাবো। আমি ইতিমধ্যেই মিডিয়ার সঙ্গেও কথা বলেছি যাতে তারা আকাশমণির কথা সারা পৃথিবীর মানুষকে জানাতে পারে।

সৌমী কিন্তু শুভাশিসবাবু – এখানকার সমস্যার ধরণটা একটু আলাদা। জমিটা বিক্রি বন্ধ করতে না পারলে কোনরকম আন্দোলনেই আর কোন কাজ হবে না। গোল্ডমাইন গ্রুপ ইতিমধ্যে জমিটা কেনার জন্যে এগ্রিমেন্ট ডীড রেডি করে ফেলেছে। ওদের কর্মকর্তাদের আটকাতে না পারলে –

শুভাশিস(ফোনে) আমি আমার মেইল আই.ডি.টা টেক্সট্ করে দিচ্ছি। আপনারা পুরো ঘটনাটা আমাকে ই-মেইল করে দিন। দেখি, আমরা কী করতে পারি। আর সুদীপ্ত, এটাই আমার হোয়াটস্ অ্যাপ নাম্বার। আপনি এই নাম্বারে পুরো এলাকাটার কিছু ছবি আর ভিডিও তুলে আমাকে পাঠিয়ে দিন। আকাশমণির ঝিল, ওই ফার্মহাউস এবং ওখানকার পাখিদের সম্পর্কে আমি আমাদের ওয়েবসাইটে বিস্তারিত লিখবো এবং এর বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করবো। আপনারাও যতটা পারেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করুন। মনে সাহস রাখুন। সবাই মিলে একজোট হয়ে লড়াই চালিয়ে যেতে পারলে তার ফল পাওয়া যাবেই। এখন রাখছি।

সুদীপ্ত ফোন অফ্ করে।

সুদীপ্ত শুনলি তো রাতুল, তুই এই ফার্মহাউস আর ঝিলের কিছু ভিডিও ক্লিপিংস্ তুলে ফেল। দরকার বুঝলে কিছু কমেন্ট্রিও করে দিস। নে, শুরু করে দে।

রাতুল ইরাবতী, আমি ভিডিওটা তুলছি। আপনি বরং কমেন্ট্রিটা করে দিন –

ইরাবতী ওহ্ শিওর।

রাতুল তার স্মার্ট ফোনের ক্যামেরা অন করে ঝিল আর ফার্মহাউসের ভিডিও তুলতে শুরু করে। তার সামনে ইরাবতী।

ইরাবতী এই হল আকাশমণির ঝিল। শহর থেকে বেশ কিছুটা দূরে এই আকাশমণি গ্রাম। গ্রামের শেষপ্রান্তে ঝিলের ধারে এই খামারবাড়ি। সামনে বিশাল একটা জলাভূমি। তার ওপারে চেনা-অচেনা গাছের ঘন জঙ্গল। একদম দূরের দিকে তাকালে আবছা টিলার সারি। মাথার ওপর চক্‌চকে নীল আকাশ। তার ওপর উপরি পাওনা হিসেবে এত্ত রকমের পাখি। এই ফার্মহাউসটাই কিনে নেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে গোল্ডমাইন গ্রুপ। এখানে যদি হলিডে রিসর্ট গড়ে ওঠে, ঝিলের মধ্যে থাকা হাজার হাজার পরিযায়ী পাখিদের অস্তিত্বরক্ষার - - -

ভিডিও তুলতে তুলতে দুজনে ঝিলের দিকে চলে যায়। বাইরে একটা বাইকের শব্দ। সবাই কথা থামিয়ে সেদিকে তাকায়। বাইকটা বাইরে থামে। হনহন করে বিনয় আসে।

বিনয় এসব কী শুরু করেছেন আপনারা ? ফার্মহাউসের মধ্যে এত বাইরের লোকের লোকের ভিড় কেন ? আপনাদের আমি বারবার বলে দিয়েছিলাম – (পুলকের দিকে নজর পড়ে) ওহ্, তোরা ! তোরাও এর মধ্যে ঢুকে পড়েছিস ?

পুলক ঢুকতে হবেই বিনয়। এটাই যে প্রকৃতি সুরক্ষা সংসদের কাজ।

বিনয় তাইতো ভাবি, দুচ্চারটে বাইরের লোকের এত সাহস হয় কী ভাবে যে বিনয় মাইতির মুখের ওপর কথা বলে ! তোরাই তাহলে আড়াল থেকে কলকাঠি নাড়ছিস।

সৌমী না বিনয়, আপনি ভুল করছেন। ফার্মহাউস বিক্রির ব্যাপারে আমরা যৌথভাবেই আপত্তি জানিয়েছি। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে ওরাই প্রথম বিষয়টা নোটিশ করেছিল।

ইরাবতী শুধু নোটিশ করাই নয়, আমরাই তোর বাবাকে জানাই যে, তাঁকে না জানিয়েই তুই জমিটা বেচে দিতে চাইছিস।

বিনয় বেশ করেছি। আমার জমি নিয়ে আমি যা খুশি – (ঝিলের দিকে নজর পড়ে) একি, ওরা আবার ওখানে কী করছে ? ভিডিও-ফিডিও তুলছে কেন ? এ্যাই – এ্যাই – বন্ধ করুন এসব ! ফার্মহাউসের মধ্যে আমি মোটেও এসব বরদাস্ত করব না।

পুলক বিনয়, ওদের তোলা ওই ভিডিও ক্লিপগুলো আর একটু বাদেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়বে। শুধু আমরা কেন, সারা পৃথিবীর মানুষ জানবে – এখানে পরিবেশ ধ্বংস করে, বেআইনিভাবে হলিডে রিসর্ট তৈরি করা হচ্ছে।

বিনয় মরবি, তোরা সবকটা একদিন এমন বিপদে পড়বি না – এখনো ভালো চাস তো আমার কথা শোন্ – ইরাবতী, ভিডিও তোলা বন্ধ কর বলছি –

পুলক চেঁচাস না বিনয়। তোর কথাগুলোওকিন্তু রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে।

বিনয় কী মনে করেছিস তোরা – ওই ভিডিও ক্লিপ আমি এই ফার্মহাউসের বাইরে বেরুতে দেব ?

পুলক ভয় দেখাচ্ছিস বিনয় ? তোর কথা না শুনলে কি এবার আমাদের গুন্ডা-ফুন্ডা দিয়ে মার খাওয়াবি ?

বিনয় আমাকে কিচ্ছু করতে হবে না। গোল্ডমাইন গ্রুপের অফিসাররা এসে পড়ল বলে। যা করার তারাই করবে। ওদের সঙ্গে পাঙ্গা নেওয়ার মুরোদ আছে তোদের ?

পুলক আমরা একা কেন বাধা দিতে যাব ? আমাদের সঙ্গে আরও মানুষ আছে।

বিনয় থাক, তোদের মানুষের নমুনা আমার দেখা আছে। ফালতু ফালতু ঝামেলা বাড়াচ্ছিস। লাভের লাভ কিছুই হবে না, মাঝখান থেকে – (বাইরে গাড়ির শব্দ। বিনয় কথা থামিয়ে তাকায়) ওই তো, ওনারা এসে গেছেন। দাঁড়া, এবার দেখাচ্ছি মজা –

বিনয় দৌড়ে বেরিয়ে যায়। বাইরে গাড়ির শব্দ ক্রমশ কাছে এসে থেমে যায়। সৌমীর হাত ছাড়িয়ে বিদিশা দৌড়ে উইংসের কাছে যায়, আর তারপরেই প্রচণ্ড চমকে উঠে সৌমীর কাছে ছুটে আসে। তাকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে।

সৌমী কী হল রে বিদিশা, হঠাৎ এমন ভয় পেয়ে গেলি কেন ? কী হয়েছেটা কী ?

বিদিশা কিছু না বলে একটা প্রবল আর্তচিৎকার করে ওঠে। সবাই চমকে ওঠে। আর এই প্রথম সবাইকে চমকে দিয়ে বিদিশা অস্ফুটস্বরে কথা বলে ওঠে।

বিদিশা গাড়ি !! কালো গাড়ি !!

সৌমী না বিদিশা, কেউ তোকে ধরতে আসেনি। কিচ্ছু হবে না তোর – কিচ্ছু হবে না। আমি রয়েছি তো। কেন ভয় পাচ্ছিস তুই ?

বিদিশা না ! ওই যে – ওই যে আসছে –

সৌমী আঃ – বার বার কেন তুই ভয় পাবি বিদিশা ? এখানে আমরা এতগুলো মানুষ রয়েছি আর কোথাকার একটা লোক এসে তোকে তুলে নিয়ে চলে যাবে – আর আমরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখব নাকি ? তোকে কোথাও পালাতে হবে না। শান্ত হয়ে এখানেই দাঁড়িয়ে থাক। দেখি, কে তোর ক্ষতি করতে পারে। চুপ করে এখানেই দাঁড়িয়ে থাক বিদিশা !

বিনয় গদগদ বিনয়ের সঙ্গে পথ দেখিয়ে আনে। পিছনে বৈদেহী আর দেবরাজ।

বিনয় আসুন স্যার – এইদিকে – এইদিকে –

বৈদেহী একি – এখানে তো এত লোকজন থাকার কথা ছিল না ! কারা আপনারা ? কি ব্যাপার বলুন তো –

দেবরাজ বৈদেহী, মাইণ্ড ইয়োর ঔন বিজনেস। আমরা যে কাজের জন্য এসেছি, সেটা ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে ভাবতে যাব কেন ? কী হল বিনয়বাবু, থমকে গেলেন কেন ? চলুন –

বিনয় নিশ্চয়ই স্যার। আসুন।

বৈদেহী আর কোথায় যাবেন স্যার ? এটাই তো সেই ফার্মহাউস।

দেবরাজ আমি ফার্মহাউসের কথা বলিনি বৈদেহী। সেই ওয়াটারবডিজ – আই মীন, সেই ঝিলটা কোথায় ?

বৈদেহী ওহ্ ঝিলটা ? এইদিকে আসুন স্যার – এই তো সামনে –

বিনয় আপনি আমার সঙ্গে আসুন স্যার –

এগিয়ে যেতে উদ্যত। সৌমী এসে পথরোধ করে। এইসময় রাতুল আর ইরাবতী এসে পুরো ঘটনাটা মোবাইলে রেকর্ড করতে শুরু করে। দেখে দেবরাজ খেপে যায়।

দেবরাজ একি – এসব কী হচ্ছে ? মোবাইল ক্যামেরাটা বন্ধ করুন – বন্ধ করুন বলছি –

সৌমী সেকি, ওটা বন্ধ করলে আপনাদের দাদাগিরিটা সারা পৃথিবীর মানুষ জানবে কী ভাবে ?

দেবরাজ দেখুন – এটা কিন্তু সত্যিই বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। এসব ড্রামাবাজি বন্ধ করুন। আমাদের হাতে এত সময় নেই যে – সরুন, যেতে দিন।

সৌমী সরি। আপনারা যেতে পারবেন না।

দেবরাজ যেতে পারব না মানে ?

বিনয় (সৌমীকে) এই যে ম্যাডাম, আপনি কিন্তু এবার মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। পথ ছাড়ুন বলছি।

সবাই না – ছাড়ব না !!!

দেবরাজ শুনুন, আপনাদের সম্ভবত জানা নেই যে, এই ফার্মহাউসটা আমরা কিনতে চলেছি। প্লীজ, পথ ছাড়ুন।

পুলক দাঁড়ান মিঃ সেন। আপনার সঙ্গে আমাদের জরুরি কথা আছে।

দেবরাজ জরুরি কথা ! আমার সঙ্গে ? বাট আপনাদের সঙ্গে তো আমার কোন কথা নেই।

ইরাবতী (ক্যামেরার অন্ রেখেই) কথা আছে। দেখতেই পাচ্ছেন, আমরা এতগুলো মানুষ যে আজ এখানে জড়ো হয়েছি, তার কারণ কিন্তু খবরের কাগজে আপনাদের ঐ বিজ্ঞাপন।

দেবরাজ ওহ্ শীট ! আমার সময়ের দাম আছে। তার মূল্য আপনারা বুঝবেন না। যদি সত্যিই কিছু বলার থাকে তো শর্টে বলুন।

পুলক বাতাসবাড়ি প্রকৃতি সুরক্ষা সংসদের পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে মৌখিক আবেদন জানাচ্ছি যে – পরিবেশ আর বন্যপ্রাণী ধ্বংস করে এখানে কোন হলিডে রিসর্ট বানানো চলবে না।

দেবরাজ একটু থমকে থাকে। তারপর ঠাণ্ডা গলায় বলে ওঠে।

দেবরাজ এটা কি হুমকি ?

সুদীপ্ত না, হুমকি নয়। রিকোয়েস্ট বলতে পারেন।

সৌমী তবে আমাদের অনুরোধ রক্ষা না করলে অবশ্য আমাদের অন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।

বৈদেহী মাই গড্ ! এরপরও বলছেন, এটা হুমকি নয় ?

দেবরাজ উড্ ইউ প্লীজ শাট ইয়োর মাউথ বৈদেহী ? শুনুন – আপনাদের প্রত্যেককেই বলছি, নতুন প্রোজেক্টের কাজ শুরু করতে গিয়ে প্রায় সব জায়গাতেই একটু আধটু বাধা-বিপত্তি এসে উপস্থিত হয়। এসব আমরা গায়ে মাখি না।

সৌমী আপনাদের এই অভ্যেসটা বোধহয় এবার বদলাতে হবে। সব বাধা ক্ষমতার জোরে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

দেবরাজ (ব্যঙ্গের হাসি হেসে) শুনুন, শুনুন – আপনাদের এইসব আন্দোলন – শ্লোগান – তারপর ওই পরিবেশ না সুরক্ষা কি যেন বললেন – এগুলোও আমার কাছে খুব চেনা ছক। এসব ঝঞ্ঝাট ঝেড়ে ফেলতে আমাদের খুব একটা সময়ও লাগবে না। লোক্যাল পুলিশ স্টেশন, এম.এল.এ., এম.পি., বি.এল.আর.ও

– সব স্তরেই আমাদের কিছু কানেকশন থাকে। ইনফ্লুয়েন্স খাটিয়ে সেসব জায়গা থেকে আমরা কাজ বের করে আনি। ওয়েল – তবু যদি আপনাদের কিছু বলার থাকে, বলে নিন। আরপর আমি দেখছি –

সৌমী — না, আমরা পথ ছাড়ব না। ক্ষমতা থাকলে আমাদের টপকে যান।

সৌমী দুহাত ছড়িয়ে দেয়। অন্যেরা দুপাশ থেকে তার হাত ধরে যেন একটা মানব-শৃঙ্খল রচনা করে।

সৌমী — নিন – এই মানব-শৃঙ্খল ছিঁড়ে এবার আপনি এগিয়ে যান তো দেখি –

দেবরাজ — (ভীষণ আফশোসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে) মানব-শৃঙ্খল ! মাই ফুট ! ম্যাডাম, এটা বড্ড সস্তা ধরণের গিমিক হয়ে গেল না ? কমার্শিয়াল মশলা-ছবির অ্যান্টি-ক্ল্যাইম্যাক্সের মত যত্তসব ছেলেমানুষী ব্যাপার স্যাপার – আরে, এইভাবে কি আমাদের আটকানো যায় ? আজ এগ্রিমেন্ট সাইন হওয়ার দুচ্চারদিনের মধ্যে এই ফার্মহাউস গোল্ডমাইন গ্রুপের নামে রেজিস্ট্রি হয়ে যাবে। তখন দরকার হলে একটা কোর্ট অর্ডার বের করে সোজা এসে পজেশন নিয়ে নেব। ততদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য আপনারা নিশ্চয় এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেন না ? আরে, দেবরাজ সেন পারে না এমন কোন কাজ নেই হা হা হা হা – চলে এসো বৈদেহী –

বেরোবার মুখেই বাইরে অনেক লোকের অশান্ত গুঞ্জন। গুঞ্জন ক্রমশ কোলাহলে পরিণত হতে থাকে। বোঝা যায়, দূর থেকে একটা বিশাল মিছিল আসছে। সবাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। দেবরাজের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে। মঞ্চে প্রথমে আসেন হরিসাধন মাইতি। তার পিছনে একে একে পরেশ আর রঘু বেহেরা আসে। পরেশ দুহাত তুলে বাইরের জনতাকে শান্ত হতে বলে। নেপথ্যের কোলাহল একটু স্তিমিত হয়।

দেবরাজ — একি – আপনারা আবার কারা ?

বিনয় — একি – বাবা, তুমি !!

দেবরাজ — ইনি – আপনার বাবা ?

হরিসাধন — হ্যাঁ, আমি হরিসাধন মাইতি। খুব দুর্ভাগ্যের কথা যে, আমিই এই অপদার্থ ছেলেটার বাবা।

দেবরাজ — ওহ্, দ্যাট মীনস্ ইউ আর মিঃ সিনিয়র মাইতি ! রিয়েলি গ্ল্যাড টু মীট ইউ ! আমি গোল্ড মাইন গ্রুপের ইস্টার্ণ জোন-এর সি.এম.ও. মিঃ দেবরাজ সেন। থ্যাঙ্ক গড, আপনি একেবারে মোক্ষম সময়ে এসে হাজির হয়েছেন।

হরিসাধন — মোক্ষম সময় কিনা জানিনা। তবে পরেশের কাছে যেই শুনলাম যে, আপনারা এসেছেন – মনে হল, এবার বোধহয় আমার এখানে আসার সময় হয়েছে।

বিনয় — কিন্তু বাবা –

হরিসাধন — তোমার সঙ্গে আমি পরে কথা বলছি বিনয়। (সবাইকে উদ্দেশ্য করে) কাল সন্ধেবেলায় এই রঘু আর তার সঙ্গে আরো দশ-পনেরোজন গ্রামবাসী মিলে আবার আমার দোকানে দেখা করতে এসেছিল। ওরা অন্ত্যজ শ্রেণীর প্রান্তিক মানুষ। আমাদেরই চাষের জমিতে মুনিষ খাটে, কল-কারখানায় লেবারের কাজ করে আর গোটা শীতের সিজনে পাখি দেখানোর গাইডের কাজ করে। আমরা করুণা করে ওদের আদিবাসী বলি। গত পরশু যখন এসে ওদের সমস্যাটার কথা আমার কাছে জানিয়েছিল, তখন কিছু বলতে পারিনি। কী বলব, আমি নিজেই তো দানপত্র করে ফার্মহাউসের জমিটা – জানেন মিঃ ইয়ে – কি যেন নাম বললেন আপনার – (বৈদেহী পাশ থেকে নামটা বলার চেষ্টা করে, কিন্তু তাকে প্রায় এক তুড়িতে উড়িয়েই দেন) সে নাম যাই হোক – শুনুন মশাই, কাল সন্ধ্যায় আবার যখন ওরা এসে প্রায় আমার কাছে কেঁদে পড়ল, তখন ভাবলাম, সত্যিই এবার আমার কিছু করা উচিত। কাল সারারাত আমি ভাল করে ঘুমোতে পারিনি। ফার্মহাউস বিক্রিটা কী ভাবে আটকানো যায়, কিছুতেই তার রাস্তা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। অথচ আমার বার বার মনে হচ্ছিল, আটকানোর পথ আছে কিন্তু আমি সেটা দেখেও দেখছি না। কোথাও যেন আমি একটা মস্ত বড় ভুল করে ফেলছি। কোথায় – কোথায় ভুলটা করলাম সেটা ভেবে ভেবেও কূলকিনারা পাচ্ছিলাম না। একটা অস্থিরতায় ছটফট করছিলাম। ঠিক ভোর রাতের দিকে একটু তন্দ্রামতন এসেছিল। হঠাৎ চড়াক্ করে এক ঝটকায় ঘুমটা ভেঙে গেল। আর তক্ষুণি বুঝতে পারলাম – আমার অনুমতি ছাড়া বিনয় কোনদিনই এটা বিক্রি করতে পারব না।

যেন অলক্ষ্যে কোথাও একটা বজ্রপাত হয়। সকলের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ে।

দেবরাজ হোয়াট !! কি বলতে চাইছেন আপনি ?

হরিসাধন যেটা বলতে চাইছি – সেটাই বলেছি। এতে কোন সন্দেহ নেই। বুঝলেন ম্যাডাম, সেই ন্যাংটোবেলা থেকে – প্রত্যেকদিন ভোরবেলায় বাবার হাত ধরে এই ফার্মহাউসে আসতাম। বাবাকে দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠলাম। বাবা চলে গেলেন – আমি এই ফার্মহাউসের দায়িত্ব নিলাম। কিন্তু এখনো – এখানকার সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়ের ওপর বাবার সজাগ দৃষ্টি আছে – হ্যাঁ, আমি টের পাই। বিশ্বাস করুন, এখনো চাষের কাজে কোথাও কোন ভুল হলে আড়াল থেকে বাবা আমার ভুল ধরিয়ে দেয়। ফার্মহাউসটা চলে গেলে আমি চিরতরে বাবাকে হারাবো। সেটা হতে পারে না – কখনোই না।

দেবরাজ দেখুন মিঃ মাইতি, আমি বলছিলাম –

হরিসাধন না মশাই, আপনার সঙ্গে আমার কোন বন্ধুত্ব-বিরোধ-পরিচয় কিছুই নেই। তাই আপনার সঙ্গে আমি এ বিষয়ে কোন আলোচনার প্রয়োজনও দেখছি না।

দেবরাজ কিন্তু আমি গোল্ডমাইন গ্রুপের –

হরিসাধন সে আপনি যাই-ই হোন, আপনার যা বোঝার বিনয়ের সঙ্গে বুঝে নেবেন। আপনার সঙ্গে কথা বলতেই কোন আগ্রহ পাচ্ছি না যে !

বিনয় এসব তুমি কী বলছ বাবা ?

হরিসাধন হ্যাঁ, এবার তোমার সঙ্গে কথা বলব বিনয়। তুমি আমার একমাত্র সন্তান। আইনত এ সবকিছু তোমার আর তোমার মায়েরই প্রাপ্য। কিন্তু যতদিন আমি জীবিত থাকব, ততদিন তুমি এ জমি বিক্রি করতে পারবে না – আমার অনুমতি ছাড়া –

বিনয়সহ সবাই চমকে ওঠে।

বিনয় তোমার অনুমতি ছাড়া এটা আমি বিক্রি করতে পারব না ?

হরিসাধন হ্যাঁ, দানপত্রে সেরকমই লেখা আছে। পরেশ –

পরেশ বিনা বাক্যব্যয়ে হাতের ফোলিও ব্যাগ থেকে একটা কাগজ বের করে হরিসাধনের হাতে দেয়।

হরিসাধন এই যে – দু-নম্বর পাতার নীচের দিকটাতে স্পষ্টভাষায় লেখা আছে, ‘এতদ্বারা উল্লেখ থাকে যে, প্রাপকের পিতা হরিসাধন মাইতির জীবিতাবস্থায় তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে কোন অনিবার্য কারণেই – আবার বলি, কোন অনিবার্য কারণেই উক্ত গ্রহীতাদ্বয় এই সম্পত্তি বিক্রয় বা হস্তান্তরকরণ এমনকি, লিজও দিতে পারিবে না।’

সবাই চমকে ওঠে। এমনকি, দেবরাজও এই প্রথম বয়ানটি শুনে চমকে ওঠে।

দেবরাজ সেকি ! দানপত্রে এরকম লেখা আছে বুঝি ?

হরিসাধন ছি ছি ছি – আপনার মত দুঁদে একজন জমির দালাল –

দেবরাজ ওহ্ শাট আপ – জাস্ট শাট আপ ! আমি কোন পাতি দালাল নই।

হরিসাধন সে আপনি যাই হোন, দানপত্রের ভাষাটা বুঝেছেন তো, নাকি এটা আমাকে ইংরাজিতে অনুবাদ করে দিতে হবে ? না, সে বিদ্যে অবশ্য আমার নেই। আদালতের উকিল ধরে করতে হবে।

দেবরাজ দেখুন মিঃ মাইতি – এগুলো জাস্ট ফর্মালিটিজ। যে কোন দানপত্রের বয়ান এরকমভাবেই লেখা হয়।

হরিসাধন যারা এই বয়ান লেখে, তারা তো আর ঘাসে মুখ দিয়ে চলে না। তারা জানে যে, যদি কোন কারণে পরিস্থিতি জটিল হয়ে পড়ে, তখন আইনের এইসব সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচগুলোই কাজে লাগে, যেমনটা এখন লাগছে।

সৌমী আপনি – আপনি সত্যিই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন যে, ফার্মহাউসটা আপনি বেচতে দেবেন না ?

হরিসাধন এই দেখো – খামোখা মিথ্যে বলতে যাব কেন ? যেমনটা মনে হল, তেমনটাই তো বললাম।

বিনয় ঠিক আছে। বয়ানে না হয় তাই লেখা আছে। কিন্তু তোমার একমাত্র সন্তান হিসেবে –

হরিসাধন আমি যতদিন বেঁচে আছি, ততদিন তুই বা তোর মা কিস্যু করতে পারবি না। আর আমি বেঁচে থাকতে থাকতেই এ জমি বিক্রি না হওয়ার পাকা ব্যবস্থা করে যাব।

সুদীপ্ত তাহলে হাইওওয়ের ধারে আপনার ছেলের পেট্রোলপাম্প – রোডসাইড ধাবা – সেগুলোর কি হবে ?

হরিসাধন হুঁ – সেটার ব্যবস্থা অন্য যে কোনভাবে করতে হবে। ছেলের ইচ্ছেটাও তো আর ফেলে দিতে পারি না। তোর ইচ্ছে আমি পূরণ করব বিনয়। তেমন বুঝলে নিজের বাস্তুভিটে থেকেই না হয় কিছুটা অংশ বেচে দেব। কিন্তু এই ফার্মহাউসটা – (দেবরাজের কাছে যায়) ইয়ে – মিঃ কি যেন – আমি আপনাকে ব্যাপারটা বোঝাতে পেরেছি তো ?

দেবরাজ বাট মিঃ মাইতি, অলরেডি এই ব্যাপারে আমাদের ফাইনাল কথাবার্তা হয়ে গেছে। ইন ফ্যাক্ট, আমরা আজ অ্যাডভান্স পেমেন্টের জন্য চেক্ রেডি করে এনেছি। সঙ্গে এগ্রিমেন্ট ডীড। বিনয়বাবু আর আপনার মিসেস সাইন করে দিলেই –

হরিসাধন না মশাই, সেটা আর সম্ভব হচ্ছে না। আমি নিজেই যখন আপত্তি জানাচ্ছি –

দেবরাজ ইম্পসিবল্ ! এটা আপনি করতে পারেন না।

হরিসাধন এই দেখো, না পারার কি আছে ? আমি কী করতে পারি, না পারি – সে বিচার আদালত করবে।

দেবরাজ আমাকে আদালত দেখাচ্ছেন ? আমাদের হাত কতটা লম্বা সেটা জানেন কি ?

হরিসাধন না, তা জানিনা। কিন্তু আপনারাও তো জানেন না – আমার হাত কতটা লম্বা। কানেকশন আমাদেরও কিছু কিছু রাখতে হয়। সবচে' বড় কথা, আপনারা তো বিনয়কে বা আমার গিন্নিকে একবারও বলেন নি যে, জলার ধারের জমি নিয়ে চাষবাসের বদলে আপনারা হলিডে রিসর্ট বানাবেন। দো-ফসলী জমি বা তিন-ফসলী জমি নষ্ট করে কী সব চুলোর ছাতার বাড়িঘর বানালে আইন আপনাকে ছেড়ে দেবে ? মহামান্য আদালতের কাছে আমি না হয় সেই কথাই বলব।

দেবরাজ ওয়েল। ওয়েল – ওয়েল – ওয়েল – আমিও দেখছি, কতদূর কি করতে পারি। মিঃ মাইতি, আপনাকে কিন্তু এর খেসারত দিতে হবে। এসো বৈদেহী –

বৈদেহীকে নিয়ে দেবরাজ বেরিয়ে যায়। বাইরে গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার শব্দ। বিদিশা উইংসের দিকে এগিয়ে যায়।

বিদিশা কালো গাড়িটা – গাড়িটা চলে যাচ্ছে দিদি !!

সৌমী দেখে নে বিদিশা – দুচোখ ভরে দেখে নে আর মনের ভেতর জমে থাকা মিথ্যে ভয়টাকে মন থেকে এবার তাড়িয়ে দে। কালো গাড়িটা চলে যাচ্ছে। আর কোন ভয় নেই। কালো গাড়ির ভয়টা মন থেকে চিরদিনের জন্য মুছে ফেল।

বিদিশার মুখে হালকা হাসির আভাস দেখা যায়। অন্যেরা বিদিশার কাছে আসে। তার মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে আশ্বাস যোগায়। বিনয় এসে বাবার সামনে দাঁড়ায়।

বিনয় কাজটা কি তুমি ঠিক করলে বাবা ?

হরিসাধন আমি ঠিক করলাম, না ভুল করলাম – সেটা বুঝতে তোর সময় লাগবে বিনয়। কে জানে, আজ থেকে বিশ বছর বাদে হয়তো বিবেকবুদ্ধির উদয় হবে। তখন মনে হবে যে, বাবা ঠিক কাজই করেছিল।

বিনয় আর কিছু না বলে মাথা নিচু করে বেরিয়ে যায়। উপস্থিত সকলে উল্লাস প্রকাশ করে ওঠে।

পুলক আমি যাই – বাইরের সবাইকে শুভ সংবাদটা দিয়ে আসি।

সৌমী কোন্ সংবাদ ?

পুলক কেন, আমাদের আন্দোলন শেষ হল।

সৌমী শেষ হল কোথায় ? বরং বলা যায় – আন্দোলন শুরু হল। ফার্মাহাউসটাকে বাঁচানো গেছে। এবার আকাশমণির ঝিলকে কিভাবে বার্ড স্যাংচুয়্যারি হিসেবে গড়ে তোলা যায় – সেই উদ্যোগ নিতে হবে।

রাতুল আর সামার ক্যাম্প ?

সৌমী সামার ক্যাম্প তো হবেই। সেখানে বার্ড ওয়াচিংও হবে। চিন্তা কীসের ? এখন তো আমরা রঘুকে পেয়ে গেছি।

সৌমী হরিসাধনের কাছে আসে।

সৌমী আপনাকে যে কী বলে ধন্যবাদ জানাবো –

হরিসাধন ছি – ছি – এগুলো তো আমার বলার কথা। তুমি বলবে কেন মা ? তোমরা জানো না, তোমরা যে শুধু আমাকে বাঁচিয়েছো, তাই নয় – একেবারে খাদের কিনারা থেকে টেনে তুলে এনেছো।

সৌমী আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না – কি রকম অদ্ভুত নাটকীয়ভাবে আপনি এলেন আর এক লহমায় পুরো পরিস্থিতিটাকে উলটো দিকে ঘুরিয়ে দিলেন।

হরিসাধন নিজের জন্যে করেছি রে ভাই – নিজের অস্তিত্বরক্ষার জন্যে করেছি। আর কিছু নয়। যাই – ওদিকে আমার আবার একগাদা কাজ পড়ে আছে – ওহো, একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন, আজ কিন্তু আমাকে দেখে একবারের জন্যও গব্বর ব্যাটাচ্ছেলেটা চেঁচায় নি ? ব্যাটার কি এতদিনে মনে হল যে, আমি মানুষটা খুব একটা খারাপ নই ?

সৌমী উলটোটাও হতে পারে।

হরিসাধন অ্যাঁ !

সৌমী এমনও হতে পারে – আপনাকে ডেকে ডেকে ও ক্লান্ত। হতাশ। আপনি ওকে পাত্তাই দিতে চান না। তাই আজ আর ডাকে নি।

হরিসাধন এমনও হতে পারে, তাই না ? না – তুমিই বোধহয় ঠিক বলছো। নাহ্ – যাই, আজ একবার ব্যাটাকে একটু আদর করার চেষ্টা করি। পরেশ, তুই এক কাজ কর – ব্যাটার চেনটা খুলে দে।

পরেশ কী বলছেন দাদা ! চেন খুলে দিলে ও সোজা এসে আপনার গায়ে উঠে পড়বে।

হরিসাধন গায়ে উঠে পড়বে ? আমার পাঞ্জাবিটা ময়লা হয়ে যাবে, তাই না ? তা হোক, তুই ওকে ছেড়েই দে।

পরেশ দৌড়ে বেরিয়ে যায়। হরিসাধনবাবু মঞ্চ থেকে একবার শুধু 'গব্বর' বলে হাঁক মারেন। সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্যে গব্বরের চিৎকার শুরু হয়। বোঝা যায়, সে দৌড়ে আসছে। হরিসাধনবাবু গব্বরকে ধরার জন্যে হাত বাড়িয়ে থাকেন সারা মঞ্চ জুড়ে তখন আকাশমণির ঝিলের অজস্র পাখির ডাক। বাইরে লোকজনের উল্লাস। তার মধ্যেই ধীরে ধীরে পর্দা নেমে আসে।

---OOO---